আয়কর রিটার্ন কি ?

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে আয়কর রিটার্ন। আয়কর রিটার্ন ফরম এর কাঠামো আয়কর বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে। আয়কর আইন অনুযায়ী আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়। এক্ষেত্রে অন্য কোন ফরম বা নিজের পছন্দমত কোন ফরমেট ব্যবহার আইনানুগ হবে না।

আয়কর রিটার্নের প্রকারভেদ

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা ও কোম্পানী করদাতাদের জন্য পৃথক রিটার্ন ফরম চালু আছে। যথাঃ-

- ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার জন্য রিটার্ন ফরমঃ এ ফরম বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় চালু আছে (পরিশিষ্ট-ক)। সকল ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা এ ফরমটি ব্যবহার করতে পারবেন;
- স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর আওতাধীন করদাতাদের জন্য ভিন্ন রিটার্ন ফরমঃ এ ফরম ইংরেজী ও বাংলা (পরিশিষ্ট-খ) উভয় ভাষায় চালু আছে। তবে এ রিটার্ন ফরমটি কেবলমাত্র স্পট এ্যাসেসমেন্ট এর আওতাধীন ব্যবসা এবং ডাক্তার ও আইন পেশায় নিয়োজিত তুলনামুলক কম আয়ের নতুন করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। ব্যবসার ক্ষেত্রে যাদের ব্যবসার পুঁজি সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা এবং ডাক্তার বা আইনজীবী যাঁরা অনধিক ১০ বছর তাঁদের পেশায় নিয়োজিত আছেন তাঁরা দুই পৃষ্ঠার ফরমটি ব্যবহার করতে পারবেন;
- কোম্পানী করদাতার জন্য রিটার্ন ফরমঃ ইংরেজী ভাষায় এ ফরমটি চালু আছে।

ব্যক্তি শ্রেণীর রিটার্ন ফরমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ব্যক্তি শ্রেণীর রিটার্নটি আট পৃষ্ঠা বিশিষ্ট যার প্রথম পৃষ্ঠায় করদাতার পরিচিতিমুলক তথ্য, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় করদাতার বিভিন্ন খাতের আয়ের বিবরণ, প্রদেয় ও পরিশোধিত আয়করের বিবরণ ও প্রতিপাদন, তৃতীয়

পৃষ্ঠায় বেতন ও গৃহসম্পত্তি আয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত পৃথক দু'টি তফসিল, চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের একটি তফসিল ও দাখিলকৃত প্রমাণাদির তালিকা লিপিবদ্ধ করার ছক রয়েছে। রিটার্নের পঞ্চম ও ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় করদাতার সম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী, সপ্তম পৃষ্ঠায় জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী এবং শেষ পৃষ্ঠায় রিটার্ন ফরম পূরণের অনুসরণীয় নির্দেশাবলী রয়েছে।

রিটার্ন ফরম কিভাবে পূরণ করতে হয়

- নতুন করদাতা হলে তাঁর পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি রিটার্নের সাথে দিতে হবে। তাদেরকে আয়কর রিটার্নের সাথে দুই সেট টিআইএন ফরম পুরণ করে একই সাথে দাখিল করতে হবে। টিআইএন ফরম পূরণের নির্দেশনাবলী পরবর্তীতে বর্ণনা করা আছে।
- ছবিটি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা অথবা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা যে কোন টিআইএনধারী করদাতা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
- প্রতি পাঁচ বছর পর পর করদাতাকে তাঁর সত্যায়িত ছবি রিটার্নের সাথে দিতে হবে।
- আয়কর আইনে বর্তমানে দু'টি পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যায়। একটি হচ্ছে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী এবং অপরটি হচ্ছে সাধারণ পদ্ধতি। করদাতা যে পদ্ধতির আওতায় রিটার্নটি দাখিল করতে চান সংশ্লিষ্ট সে ঘরে টিক (√) দিবেন। সার্বজনীন পদ্ধতিতে করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন প্রাথমিকভাবে বিনা প্রশ্নে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত হয়। সাধারণ রিটার্নটি কর কর্মকর্তা কর্তৃক পরবর্তীতে নিষ্পত্তিযোগ্য। তবে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নসমুহের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত criteria এর ভিত্তিতে অডিট হয়ে থাকে।
- রিটার্নের ঘরগুলো কিভাবে পূরণ করতে হবে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী নীচে তার বিবরণ দেয়া হলোঃ

রিটার্নের পৃষ্ঠা নং-১ পূরণ করার নিয়ম

ক্রমিক নং ১ঃ করদাতা এ ঘরে তাঁর পূর্ণ নাম লিখবেন।

ক্রমিক নং ২ঃ এই ঘরে করদাতা ন্যাশনাল আইডি নম্বরটি লিখবেন।

ক্রমিক নং ৩ঃ অদ্যাবধি এ নম্বরটি চালু না হওয়ায় এ ঘরটি পূরণ করতে হবে না।

ক্রমিক নং ৪ঃ এই ঘরে টিআইএন লিখতে হবে। টিআইএন হচ্ছে করদাতা সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহারিত ১০ ডিজিটের কম্পিউটার জেনারেটেড একটি ইউনিক নম্বর। ইউনিক অর্থ প্রত্যেক করদাতার নম্বর স্বতন্ত্র ও আলাদা। আয়কর অফিস কর্তৃক ইস্যু বা বরাদ্দকৃত টিআইএন অবিকল ও নির্ভুলভাবে এ ঘরে লিখতে হবে। কোন অবস্থাতেই এ নম্বর এর কোন সংখ্যা পরিবর্তন বা বিন্যাস পরিবর্তন করা যাবে না। করদাতার পেশা বা ঠিকানা পরিবর্তন জনিত কারনে বা অন্য কোন আইনানুগ কারণে আয়কর রিটার্ন পূর্বে যে সার্কেলে দাখিল করতে হতো তা পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে ভিন্ন সার্কেলে দাখিল করার ক্ষেত্রেও টিআইএন অপরিবর্তিত থাকবে।

ক্রমিক নং ৫কঃ এখানে কর সার্কেলের নাম লিখতে হবে।

ক্রমিক নং ৫খঃ এখানে কর অঞ্চলের নাম লিখতে হবে। করদাতার পেশা, ঠিকানা অনুযায়ী তার আয়কর সার্কেল এবং কর অঞ্চল নির্ধারিত আছে।

ক্রমিক নং ৬ঃ এ ঘরে কর বছরটি লিখতে হবে। করদাতা যে বছরে আয় করেন তার পরের বছর হলো কর বছর। যেমন, ১লা জুলাই ২০০৯ থেকে ৩০ শে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়ে করদাতা যে আয় করেন তাঁর কর বছর হবে ২০১০-২০১১। আবার পঞ্জিকা বছর অনুযায়ী অর্থাৎ

১লা জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত কোন করদাতা হিসাবের খাতা রাখলে তাঁরও কর বছর হবে ২০১০-২০১১। যদি বাংলা বছর অনুযায়ী হিসাবের খাতাপত্র রাখেন অর্থাৎ তার আয় বছর যদি ১৩ই এপ্রিল, ২০১০ তারিখে শেষ হয় তাহলেও করবর্ষ হবে ২০১০-২০১১।

ক্রমিক নং ৭ঃ এ ঘরে নিবাসী বা অনিবাসী লিখতে হবে। করদাতা যদি একটি আয় বছরে (Income Year) কমপক্ষে ১৮২ দিন বাংলাদেশে থাকেন, তাহলে তিনি 'নিবাসী' ঘরে টিক (√) দেবেন; তা নাহলে 'অনিবাসী' ঘরে টিক (√) দিতে হবে। তবে কোন ব্যক্তি যদি আয় বছরে কমপক্ষে ৯০ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং এর পূর্ববর্তী ৪ বছরে সর্বমোট কমপক্ষে ৩৬৫ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেন তাহলেও তিনি নিবাসী হিসেবে গণ্য হবেন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিবাসী হিসাবে রিটার্ন দাখিল করবেন।

ক্রমিক নং ৮ঃ একজন করদাতার মর্যাদা (status) ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হতে পারে। শ্রেণী অনুযায়ী প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) দিতে হবে।

ক্রমিক নং ৯ঃ করদাতা যদি ব্যবসায়ী হন তাহলে এ ঘরে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা দোকানের নাম লিখবেন। চাকুরীজীবী হলে নিয়োগকারীর নাম লিখতে হবে।

ক্রমিক নং ১০ঃ করদাতা মহিলা এবং বিবাহিত হলে স্বামীর নাম, পুরুষ এবং বিবাহিত হলে স্ত্রীর নাম এ ঘরে লিখবেন। স্বামী বা স্ত্রীর টিআইএন থাকলে সেটাও এ ঘরে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং ১১ঃ এ ঘরে করদাতার পিতার পূর্ণ নাম লিখতে হবে।

ক্রমিক নং এ ঘরে করদাতার মাতার পূর্ণ নাম লিখতে হবে।

১২ঃ

ক্রমিক নং ১৩ঃ এ ঘরে করদাতার জন্ম তারিখ লিখতে হবে। প্রথম দু’টি ঘরে তারিখ, পরের দু’টি ঘরে মাস এবং পরের চারটি ঘরে বছর লিখতে হবে।

ক্রমিক নং ১৪ঃ (ক) এ ঘরে পূর্ণ বর্তমান ঠিকানা লিখতে হবে।
(খ) এ ঘরে পূর্ণ স্থায়ী ঠিকানা লিখতে হবে।

ক্রমিক নং ১৫ঃ এ ঘরে অফিসের টেলিফোন, ব্যবসাস্থলের টেলিফোন এবং বাসার টেলিফোন নম্বর লিখতে হবে।

ক্রমিক নং ১৬ঃ করদাতার ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর থাকলে তা এ ঘরে লিখতে হবে।

পৃষ্ঠা নং-২ পূরণ করার নিয়ম

করদাতার আয় বিবরণী অংশঃ

এ অংশের প্রথমে শূন্যস্থানে (dotted space) আয় বছর শেষ হওয়ার তারিখ লিখতে হবে। যেমন, ১ জুলাই ২০০৯ থেকে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত সময়ের জন্য করদাতার আয় বছর শেষ হওয়ার তারিখ হবে ৩০ জুন, ২০১০। কেউ যদি পঞ্জিকা বছরকে (calendar year) তাঁর আয় বছর হিসাবে ধরেন তাহলে ১ জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য করদাতার আয় বছর শেষ হওয়ার তারিখ হবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯। এ বিবরণীতে বিভিন্ন আয়ের খাতগুলো কিভাবে পূরণ করতে হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা নিচে দেয়া হলোঃ

১। **বেতনাদি (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২১ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী)ঃ**

মূল বেতন, উৎসব ভাতা, পরিচারক ভাতা, সম্মানী ভাতা, ওভারটাইম ভাতা, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা এবং বিভিন্ন পারকুইজিটস্ (সুবিধা) বেতনখাতের করযোগ্য আয়। রিটার্ন ফরমের তফসিল-১ (বেতনাদি) অনুযায়ী বেতনখাতের আয় হিসেব করতে হবে। দরকার হলে করদাতা পৃথক কাগজে

বেতনখাতের আয়ের হিসেব সংযোজন করতে পারবেন। ক্রমিক-১ এর করযোগ্য আয় নির্ণয়ের জন্য এ রিটার্ন ফরমের তফশীল-১ পূরণ করা প্রয়োজন হবে। তফসিল-১ পূরণের পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হলো-

আয়ের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত তফসিল-১ (বেতনাদি)

বেতন ও ভাতাদি	আয়ের পরিমাণ (টাকা)	করমুক্ত আয়ের পরিমাণ (টাকা)	নীট করযোগ্য আয় (টাকা)
মুল বেতন		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
বিশেষ বেতন		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
মহার্ঘ ভাতা		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
যাতায়াত ভাতা		২৪,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত	২৪,০০০/- টাকা বাদ দিলে যে অংক থাকে
বাড়ী ভাড়া ভাতা		মুল বেতনের ৫০% অথবা ১,৮০,০০০/- এ দু'টির মধ্যে যেটি কম সে অংক	অবশিষ্ট অংক
চিকিৎসা ভাতা		প্রাপ্ত ভাতার ব্যয়িত অংশটুকু করমুক্ত	প্রাপ্ত ভাতার অব্যয়িত অংশ
পরিচারকভাতা		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
ছুটি ভাতা		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
সম্মানী/ পুরস্কার/ ফি		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
ওভার টাইম ভাতা/ মহার্ঘ ভাতা		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
বোনাস/ এক্সগ্রেসিয়া/ শ্রান্তি বিনোদন ভাতা		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা		করমুক্ত নয়	সম্পূর্ণ অংশ
স্বীকৃত ভবিষ্য		সম্পূর্ণ করমুক্ত	শূন্য

তহবিলে অর্জিত সুদ			
যানবাহন সুবিধার জন্য বিবেচিত আয়		যদি করদাতা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিয়োগকর্তার নিকট থেকে গাড়ী পান তাহলে মুল বেতনের ৭.৫% সরাসরি নীট করযোগ্য আয় হবে	মূল বেতনের ৭.৫% আয় হবে
বিনামুল্যে বা হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত বাসস্থানের জন্য বিবেচিত আয়		(ক) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিনা ভাড়ায় সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থানে বাস করেন তাহলে সাধারণভাবে মুল বেতনের ২৫% করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। (খ) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা থেকে হ্রাসকৃত ভাড়ায় সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থান প্রাপ্ত হন সে ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মুল বেতনের ২৫% হতে প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়া বাদ দিয়ে পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। (গ) সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বাসস্থান সুবিধার জন্য মুল বেতনের ২৫% হতে নগদ বাড়ী ভাড়া ভাতা পরিহার এবং মুল বেতনের ৭.৫% কর্তন বাবদ ব্যয় বাদ দিয়ে পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। (ঘ) সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বাসস্থান সুবিধার জন্য এসআরও নং-৪৫৪-এল/৮০, তারিখঃ ৩১/১২/৮০ অনুযায়ী কোন আয় নিরূপিত হবে না।	মূল বেতনের ২৫% যোগ হবে। মূল বেতনের ২৫%= ... বাদ প্রকৃত ভাড়া = ... পার্থক্য করযোগ্য আয় হবে মূল বেতনের ২৫% = .. বাদ প্রকৃত কর্তনঃ = .. (নগদ ভাতা পরিহার + ৭.৫% কর্তন) পার্থক্য ঋণাত্নক হবে বিধায় এক্ষেত্রে কোন আয় যোগ হবে না। শূন্য
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)		করদাতা যদি নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানে দারোয়ান, মালি, বাবুর্চি কিংবা অন্য কোন সুবিধা পেয়ে থাকেন তবে প্রাপ্ত সুবিধার সমপরিমাণ আর্থিক মূল্য করযোগ্য	এ সকল সুবিধার আর্থিক মূল্য

		আয় হিসাবে দেখাতে হবে।	
ছুটি নগদায়ন		করমুক্ত নয়	করযোগ্য
পেনশন		করমুক্ত	শূন্য

তাছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী/নৌবাহিনী/বিমান বাহিনী/বিডিআর এ কর্মরত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বেতন ও ভাতার অতিরিক্ত বিভিন্ন উপ-খাতগুলোর করযোগ্যতা নীচের ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	ভাতার বিবরণী	করযোগ্যতা	মন্তব্য
১	পাহাড়ী ভাতা, ডেঞ্জার মানি ডিস্টারব্যান্স ভাতা, দোভাষী ভাতা, আউট অব পকেট ভাতা, নন প্র্যাকটিসিং ফি, থোক অনুদান, পলাতক ধরার পুরস্কার, বৈদেশিক ভাষা পুরস্কার, মেসিং ভাতা, এ্যাকটিং ভাতা	করযোগ্য	
২	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি, রক্তদান সম্ভ্রদন, বিশেষ গার্ড ভাতা, প্রতিরক্ষা সার্ভিস ভাতা, শিক্ষকতা ভাতা, নিযুক্তি বেতন, দক্ষতা বেতন	করযোগ্য	
৩	উড্ডয়ন বেতন, প্যারাসুট বেতন, কমান্ডো বেতন, সাবমেরিন বেতন, সদাচার বেতন, যোগ্যতা বেতন, বিশেষ বেতন	করযোগ্য	
৪	কিট ভাতা, ব্যটম্যান ভাতা, আউট ফিট ভাতা, এক্সপেট্রিয়েশন ভাতা, ক্যাম্প কিট ভাতা, দৈনিক মেসিং ভাতা, অন্তেষ্টি ক্রিয়া ব্যয়ভাতা, মেস রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, কবর রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, উন্নয়ন ঝুঁকি ভাতা, টিফিন ভাতা, খোরাকি ভাতা, পোষাক ভাতা, চুলকাটা ও ধোলাই ভাতা, জরীপ ভাতা	করমুক্ত	
৫	ব্যান্ড ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, কনজার্ভেন্সি ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা	করমুক্ত	

২। **নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২২ ধারা)ঃ**

সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা সিকিউরিটিজ (যেমন টিএন্ডটি বন্ড, ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ট্রেজারী বন্ড/বিল, ইত্যাদি) এবং

ডিবেঞ্চার হতে অর্জিত সুদ এ খাতের আয় হিসেবে রিটার্নে দেখাতে হবে। এই সিকিউরিটিজ বা ডিবেঞ্চার কেনার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হলে ঋণের সুদ সিকিউরিটিজ হতে অর্জিত সুদ আয় থেকে খরচ হিসেবে বাদ দেয়া যাবে। একজন ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চার সুদ ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং সরকারী সিকিউরিটিজের সুদ ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত হবে। তবে উভয় খাত থেকে সুদ আয় থাকলে এই করমুক্ত সুবিধা সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকার বেশী হতে পারবে না।

ধরা যাক, ডিবেঞ্চার সুদ বাবদ জনাব অমিত ২৫,০০০/- টাকা পেয়েছেন। ২০,০০০/- টাকা করমুক্ত হওয়ার কারণে তিনি নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদের ঘরে ৫,০০০/- টাকা লিখবেন। তাঁর যদি ডিবেঞ্চার সুদ ২৫,০০০/- এবং টিএন্ডটি বন্ড থেকে সুদ প্রাপ্তি থাকে ১০,০০০/- টাকা তাহলে নিরাপত্তা জামানতের ঘরে তিনি আয় বাবদ দেখাবেন (৩৫,০০০-২০,০০০) = ১৫,০০০/- টাকা।

৩। **<u>গৃহ সম্পত্তির আয় (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী)ঃ</u>**

কোন করদাতা তার বাড়ী আবাসিক বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিলে, সে আয় রিটার্নের গৃহ সম্পত্তির আয়ের ঘরে দেখাতে হবে। গৃহ সম্পত্তি খাতে নীট করযোগ্য আয় হিসাব করার জন্য রিটার্নের সাথে একটি তফসিল (তফসিল-২) দেয়া আছে। এই তফসিল পুরণের নিয়ম নীচে দেয়া হলোঃ

তফসিল-২ (গৃহ সম্পত্তির আয়)

গৃহ সম্পত্তির অবস্থান ও বর্ণনা	বিবরণ	টাকা	টাকা
বাড়ীর অবস্থান, কত তলা, ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।	**১। ভাড়া বাবদ বার্ষিক আয়ঃ** গৃহ সম্পত্তি ভাড়া দেয়া হলে ১২ মাসের ভাড়া দেখাতে হবে। যদি এক বা একাধিক মাস বাড়ী খালি থাকে সেক্ষেত্রেও ১২ মাসের ভাড়া দেখাতে হবে। তবে খালি থাকা মাসের ভাড়া নীচের আর একটি ঘরে খরচ হিসাবে দাবী করা যাবে।		
	২। দাবীকৃত ব্যয়সমূহ ঃ		
	মেরামত, আদায়, ইত্যাদিঃ (ক) আবাসিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেয়া হলে বার্ষিক ভাড়ার উপর ২৫%। (খ) বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেয়া হলে বার্ষিক ভাড়ার উপর ৩০%। এ খরচের জন্য কোন প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজন নেই।		
	পৌর কর/ক্যান্টমেন্ট বোর্ড কর/স্থানীয় কর		
	ভূমি রাজস্ব		

	ঋণের উপর সুদ/বন্ধকী/মুলধনী চার্জঃ সংশ্লিষ্ট গৃহ সম্পত্তি নির্মাণ বা পুনঃ নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হলে উক্ত ঋণের সুদ।		
	বীমা কিস্তিঃ সংশ্লিষ্ট গৃহ সম্পত্তির বীমা করা হলে।		
	গৃহ সম্পত্তি খালি থাকার কারণে দাবিকৃত রেয়াত		
	অন্যান্য, যদি থাকে		
	মোট =		
	৩। নীট আয় (ক্রমিক নং ১ হতে ২ এর বিয়োগফল)		

ধরা যাক, জনাব অমিতের একটি চারতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবারে বসবাস করেন। বাকী তিনটি তলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিয়েছেন, প্রতিটি তলার মাসিক ভাড়া ১০,০০০/- টাকা। এ বছর তিনি পৌরকর বাবদ ১৬,০০০/- টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৫০০/- টাকা এবং গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ বাবদ ২০,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছেন। জনাব হাসানের গৃহসম্পত্তি হতে আয়ের হিসাব নীচে দেয়া হলোঃ

মাসিক ভাড়া ১০,০০০ × ৩টি তলা × ১২ মাস =		**৩,৬০,০০০/-**
বাদঃ অনুমোদনযোগ্য খরচ		
১। মেরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%)	**৯০,০০০/-**	
২। পৌর কর	**১৬,০০০/-**	
৩। ভূমি রাজস্ব	**৫০০/-**	
৪। গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ	**২০,০০০/-**	
		১,২৬,৫০০/-
গৃহ সম্পত্তি থেকে নীট আয় =		**২,৩৩,৫০০/-**

৪। কৃষি আয় (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৬ অনুযায়ী)ঃ

কৃষি খাতের আয়ের অংকটি এ ঘরে লিখতে হবে। কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র না রাখা হলে নীচে দেয়া উপায়ে কৃষি আয় হিসাব করতে হবেঃ

ধরা যাক জনাব রফিকের কৃষি জমির পরিমাণ ২ একর। একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ ধরা যাক ৪৫ মণ। প্রতিমণ ধানের বাজার মূল্য ৫০০/- টাকা হলে নীট করযোগ্য কৃষি আয়ের পরিমাণ হবেঃ

২ একর × ৪৫ মণ × বাজারমূল্য ৫০০/- = ৪৫,০০০/- টাকা।
বাদঃ উৎপাদন ব্যয় ৬০% = ২৭,০০০/- টাকা।
নীট কৃষি আয় = ১৮,০০০/- টাকা।

কোন করদাতার আয়ের উৎস যদি শুধুমাত্র কৃষি খাত হয়ে থাকে তা হলে তার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা হবে-

(ক) ৬৫ বছরের নীচে পুরুষদের বেলায়ঃ
(১,৬৫,০০০ + ৫০,০০০) = ২,১৫,০০০ টাকা।
(খ) মহিলা বা ৬৫ বছরের উপরে পুরুষদের বেলায়ঃ
(১,৮০,০০০ + ৫০,০০০) = ২,৩০,০০০ টাকা।

৫। **ব্যবসা বা পেশার আয় (আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ২৮ ধারা অনুযায়ী)ঃ**

এখানে ব্যবসার নীট মুনাফা বা লোকসান বা পেশাগত আয়ের নীট প্রাপ্তির পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। ব্যক্তি করদাতা ব্যবসার জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখলে হিসাব বিবরণী অনুযায়ী আয় দেখাতে হবে। অন্যথায়, আয় ব্যয় বিবরণী অনুযায়ী আয় দেখাতে হবে। আয়কর রিটার্নের সাথে ব্যবসা বা পেশা আয়ের উৎপাদনের হিসাব, বাণিজ্যিক হিসাব, লাভ ও ক্ষতি হিসাব এবং স্থিতিপত্র বা আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী (যা প্রযোজ্য) সংযোজন করতে হবে। নীট আয় ব্যবসা বা পেশার গ্রস প্রাপ্তি বা বিক্রয় হতে ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সকল খরচ বাদ দিয়ে নীট আয় নির্ণয় করতে হয়। উল্লেখ্য যে করদাতার ব্যক্তিগত খরচ বা ব্যবসা বর্হির্ভূত ব্যয় এক্ষেত্রে খরচ হিসেবে বাদ দেয়া যাবে না। তাছাড়া ব্যবসার মূলধনী প্রকৃতির

খরচও নীট আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খরচ হিসেবে বাদ দেয়া যাবে না। যথাঃ-

করদাতা স্টেশনারী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত। ০১/৭/২০০৯ তারিখ হতে ৩০/৬/২০১০ তারিখ পর্যন্ত তাঁর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ১০,০০,০০০/- টাকা। বিক্রিত মালামালের ক্রয়মুল্য ৭,০০,০০০/- টাকা, কর্মচারীর বেতন ৬০,০০০/- টাকা, ইলেট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ এর সমষ্টি ১,০০,০০০/- টাকা। তাছাড়া ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় ৪০,০০০/- টাকা। ফার্নিচার মূলধনী জাতীয় খরচ বিধায় এ খরচ নীট আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যাবে না। অর্থাৎ করদাতার নীট ব্যবসার আয় হবে {১০,০০,০০০ - (৭,০০,০০০ + ৬০,০০০ + ১,০০,০০০)} = ১,৪০,০০০/- টাকা।

৬। **ফার্মের আয়ের অংশঃ**

করদাতা কোন অংশীদারী ফার্মের অংশীদার হলে ফার্ম থেকে পাওয়া তাঁর আয়ের অংশ এ ঘরে দেখাবেন। এ আয়ের উপর করদাতা গড় হারে আয়কর রেয়াত পাবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করা যায়ঃ

ধরা যাক, জনাব ফরহাদ একটি partnership ফার্মের ১/৩ অংশের অংশীদার। সংশ্লিষ্ট বছরে ঐ ফার্ম ২,৮৫,০০০/- টাকা মুনাফা করেছে। ঐ অংশীদারী ফার্মে তাঁর মুনাফার হিস্যা ৯৫,০০০/- টাকা। এছাড়া তাঁর গৃহ সম্পত্তির নীট আয় ১,০০,০০০/- টাকা। তাঁর মোট আয় ১,৯৫,০০০/- টাকা। ২০১০-২০১১ কর বছরের আয়করের হার অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ ৩,০০০/- টাকা। ফার্মের অংশীদারী আয়ের জন্য করদাতা যে রেয়াত পাবেন এবং রেয়াতের ফলে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা এ রকমঃ

$$\textbf{কর রেয়াতঃ}\quad \frac{\text{মোট প্রদেয় কর} \times \text{ফার্মের অংশীদারী আয়}}{\text{মোট আয়}} =$$

$$\frac{৩,০০০ \times ৯৫,০০০}{১,৯৫,০০০} = ১,৪৬২\ \text{টাকা।}$$

করদাতার নীট প্রদেয় করের পরিমাণঃ ৩,০০০-১,৪৬২ = ১,৫৩৮ টাকা।

৭। **স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪৩ (৪) ধারা অনুযায়ী)ঃ**

করদাতা স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে কিন্তু তাদের আয় থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের নামে অর্জিত আয় রিটার্নের এই ঘরে দেখাতে হবে।

৮। **মূলধনী মুনাফা (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩১ অনুযায়ী)ঃ**

কোন সম্পত্তি বিক্রি করে মুনাফা হলে তা রিটার্নে এই ঘরে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পত্তির মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার বা

মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ী, কম্পিউটার, অলংকার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিক্রয়কৃত জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্সিয়াল স্পেস ইত্যাদি রেজিস্ট্রেশনের সময় যে কর পরিশোধ করা হয় তা মূলধনী মুনাফার বিপরীতে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ বলে গণ্য হবে। পরিশোধিত করকে ভিত্তি (base) ধরে মূলধনী মুনাফা হিসাব করতে হবে। নীচে একটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

ধরা যাক একটি বাড়ী বিক্রয়ের সময় রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে ৫০০০/- টাকা কর পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ করবর্ষে মূলধনী মুনাফার পরিমাণ হবেঃ

(ক) করদাতার বয়স ৬৫ বছরের নীচে হলেঃ

মোট আয়	**কর হার**	**করের পরিমাণ**
প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	**শূন্য**	**শূন্য**
পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	**১০%**	**৫,০০০/-**
২,১৫,০০০/- টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		**৫,০০০/-**

অর্থাৎ ৫,০০০/- টাকার কর পরিশোধের বিপরীতে মূলধনী মুনাফা নিরূপিত হবে ২,১৫,০০০/- টাকা।

(খ) করদাতার বয়স ৬৫ বছর বা তার উর্ধ্বে বা মহিলা হলেঃ

মোট আয়	**কর হার**	**করের পরিমাণ**
প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	**শূন্য**	**শূন্য**
পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	**১০%**	**৫,০০০/-**
২,৩০,০০০/- টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		**৫,০০০/-**

অর্থাৎ ৫,০০০/- টাকার কর পরিশোধের বিপরীতে মূলধনী মুনাফা নিরূপিত হবে ২,৩০,০০০/- টাকা।

তবে এক্ষেত্রে করদাতার মূলধনী আয় ব্যতীত আলোচ্য আয় বছরে অন্য কোন খাতের করযোগ্য আয় থাকলে উৎসে প্রদত্ত আয়কর অনুযায়ী মূলধনী মুনাফা খাতে আয় নিরূপনের জন্য প্রথমে অন্য খাতের আয় করহারের যে আয় স্তরে শেষ হবে সে আয় স্তর থেকে প্রদত্ত উৎসে আয়কর অনুযায়ী মূলধনী আয় নির্নয় করতে হবে। যথাঃ উপরে প্রদত্ত উদাহরণের করদাতার মূলধনী আয় ছাড়াও ব্যবসা হতে ৫,০০,০০০/- নীট আয় আছে। তার ক্ষেত্রে মূলধনী আয় নিরূপন করতে হবে নিম্নরূপে-

মোট আয়	কর হার	করের পরিমাণ
প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	২৭,৫০০/-
পরবর্তী ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৯,০০০/-
পরবর্তী ৩৩,৩৩৩/-টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৫,০০০/-
৫,৩৩,৩৩৩/- টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		৪১,৫০০/-

উপরের হিসেব অনুযায়ী করদাতার উৎসে প্রদত্ত ৫,০০০/- টাকা আয়করের বিপরীতে মূলধনী মুনাফা হবে ৩৩,৩৩৩/- টাকা।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পনীর শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট বিক্রয় বা হস্তান্তর হতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার ডিলার/ব্রোকার কোম্পানী এর স্পসর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর এবং স্টক এক্সচেঞ্জে লিষ্টেড কোম্পানীর স্পসর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টরদের আয় ২০১১-১২ কর বছর থেকে করযোগ্য। এছাড়া আয় বছরের যে কোন সময়ে কোন করদাতার কোন একটি স্টক এক্সচেঞ্জে লিষ্টেড কোম্পানীর

পরিশোধিত মূলধনের ১০% অধিক শেয়ার থাকলে ঐ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় হতে অর্জিত আয়ও ২০১১-১২ কর বছর থেকে করযোগ্য হবে। এ সকল করদাতার শেয়ার বিক্রয় হতে মুলধনী মুনাফা এখানে লিখতে হবে। বর্ণিত শ্রেণীর করদাতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তি শ্রেণীর সকল করদাতার শেয়ার বিক্রয় হতে অর্জিত মূলধনী মুনাফা করমুক্ত এবং তাঁদের এ আয় রিটার্নের ১৮ নং ক্রমিকে করমুক্ত আয় হিসেবে লিখতে হবে।

৯। <u>অন্যান্য উৎস হতে আয় (আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী)ঃ</u>

বেতন, নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ, গৃহ সম্পত্তির আয়, কৃষি আয়, ব্যবসা বা পেশার আয়, মূলধনী মুনাফা এসকল আয়ের খাত ছাড়া অন্য যাবতীয় আয় অন্যান্য সুত্রের আয় হিসাবে বিবেচিত হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার উপর সুদ, লভ্যাংশ, সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফা, লটারী, যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে আয়, বক্তৃতা বা লেখার সম্মানী ইত্যাদি অন্যান্য সুত্রের আয়ের কয়েকটি উদাহরণ।

ব্যাংক/সঞ্চয়পত্রের সুদ বা লভ্যাংশ এর ক্ষেত্রে সুদ বা লভ্যাংশের অংক হিসেবে মোট প্রাপ্ত সুদ বা লভ্যাংশের অংক আয় হবে। অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে সুদ বা লভ্যাংশ হতে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সুদ বা লভ্যাংশ হতে আয় হবে উৎসে আয়কর কর্তনপুর্ব অংক। যথাঃ ১,০০০/ টাকা উৎসে আয়কর কেটে ৯,০০০/- টাকা নীট সুদ বা মুনাফা কোন করদাতাকে প্রদান করা হলেও উক্ত করদাতার সুদ বা লভ্যাংশ বাবদ আয় দেখাতে হবে ১০,০০০/- টাকা। তবে ব্যাংক/সঞ্চয়পত্রের সুদ বা লভ্যাংশ আয় থেকে উৎসে কেটে রাখা আয়কর করদাতার জন্য অগ্রিম পরিশোধিত কর হিসেবে বিবেচিত হবে যা আয়কর রিটার্ন দাখিল বা আয়কর মামলা নিষ্পত্তি পর্যায়ে সৃষ্ট কর দাবীর বিপরীতে সমন্বয় করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, একজন করদাতার মোট আয়ের (সকল করযোগ্য আয়ের সমষ্টি) উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ৫৫,০০০/- টাকা। তার ব্যাংক সুদ এবং লভ্যাংশের উপর কেটে রাখা আয়করের পরিমাণ যদি ১০,০০০/- টাকা হয়, তাহলে

তাকে কর নির্ধারণের পর ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে বর্তমান আইন অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন করা হবে না সে সকল ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফা ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত। কিন্তু সুদ বা মুনাফার অংক ২৫,০০০/- টাকার বেশী হলে সম্পূর্ণ সুদ বা মুনাফা করযোগ্য আয় হবে। যেহেতু পরিবার সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার্স সঞ্চয়পত্র হতে বর্তমান আইন অনুযায়ী কোন উৎসে আয়কর কর্তন করা হয় না সেহেতু ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত পরিবার সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার্স সঞ্চয়পত্রের সুদ বা মুনাফা রিটার্নে সুদ আয় হিসাবে এ ক্রমিকে লিখতে হবে না। এ আয় রিটার্নের পরবর্তীতে ১৮ নং ক্রমিকে উলেগুখ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সুদ বা মুনাফা ২৫,০০০/- টাকার বেশী হলে সম্পূর্ণ অংক এ ক্রমিকে আয় হিসেবে লিখতে হবে।

এসব আয়ের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিতে হবে। আয়ের বিপরীতে উৎসে আয়কর কেটে রাখা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট/ প্রমাণাদি রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

১০। **মোট (ক্রমিক ১ হতে ৯)ঃ**

এ ঘরে ক্রমিক ১ হতে ৯ পর্যন্ত দেখানো আয়ের যোগফল লিখতে হবে।

১১। **বিদেশ থেকে আয়ঃ**

নিবাসী বাংলাদেশী করদাতার বিদেশে অর্জিত আয় রিটার্নের এ অংশে দেখাতে হবে।

১২। **মোট আয় (ক্রমিক ১০ এবং ১১)ঃ**

এ ঘরে ক্রমিক ১০ এবং ১১ এর যোগফল লিখতে হবে।

১৩। **মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করঃ**

এই ক্রমিকে করদাতার মোট আয়ের উপর আয়কর হিসেব করে তার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। আয়করের পরিমাণ হিসেব করার উপায় নীচে একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো হলোঃ

ধরা যাক, ২০১০-২০১১ কর বছরে করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ ১২,০০,০০০/- টাকা।

মোট আয়	কর হার	করের পরিমাণ
প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	২৭,৫০০/-
পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৪৮,৭৫০/-
পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	৭৫,০০০/-
অবশিষ্ট ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২৫%	১৫,০০০/-
১২,০০,০০০/- টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণঃ		১,৬৬,২৫০/-

করদাতা যদি মহিলা করদাতা হন অথবা ৬৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সের পুরুষ করদাতা হন তবে-

মোট আয়	কর হার	করের পরিমাণ
প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	২৭,৫০০/-
পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৪৮,৭৫০/-
পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	৭৫,০০০/-
অবশিষ্ট ৪৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২৫%	১১,২৫০/-
১২,০০,০০০/- টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণঃ		১,৬১,৫০০/-

তবে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ২,০০,০০০/- টাকা।

১৪। <u>আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর কর রেয়াত ধারা-৪৪(২)(বি) অনুযায়ী (তফসিল ৩ অনুসারে)ঃ</u>

একজন করদাতা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কিংবা দান করলে তিনি বিনিয়োগ ও দানকৃত অংকের ১০% সরাসরি আয়কর রেয়াত পাবেন। রেয়াত পাওয়ার যোগ্য বিনিয়োগ বা দান রিটার্নের তফসিল-৩ এ উল্লেখ করতে হবে। কর রেয়াতের জন্য এরকম বিনিয়োগ ও দানের পরিমাণ মোট আয়ের (স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার দান বাদে) ২৫% অথবা ১০,০০,০০০/- টাকা অথবা প্রকৃত বিনিয়োগ এ তিনটির মধ্যে যেটি কম তার বেশী হতে পারবে না।

<u>বিনিয়োগের খাত</u>ঃ একজন করদাতার বিনিয়োগ ও দানের সম্ভাব্য খাতের তালিকা নীচে দেয়া হলোঃ

* জীবন বীমার প্রিমিয়াম।

* সরকারী কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা।
* স্বীকৃত ভবিষ্যত তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা।
* ডিবেঞ্চার ও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পনীর শেয়ারে বিনিয়োগ।
* কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা।
* সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ডিপোজিট পেনশন স্কীমে চাঁদা।
* সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ।
* একটি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ক্রয়ে বিনিয়োগ।

দানঃ

* যাকাত তহবিলে দান।
* বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন দাতব্য হাসপাতালে দান।
* প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান।
* আগাঁ খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কে দান।
* আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান।
* সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমুলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান।

ধরা যাক, একজন করদাতার এসকল খাতের কয়েকটিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,০০,০০০/- টাকা। এই করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ মনে করি ১২,০০,০০০/- টাকা যার উপর প্রথম উদাহরণ অনুযায়ী ১,৬৬,২৫০/- টাকা আয়কর প্রযোজ্য। এই করদাতার স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার দান ১,০০,০০০/- টাকা। নিয়োগকর্তার স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে দান ব্যতীত মোট আয় ১১,০০,০০০ × ২৫% = ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের উপর কর রেয়াত পাবেন। কর রেয়াতের হার হবে ১০% এবং পরিমাণ হবে ২,৭৫,০০০ × ১০% = ২৭,৫০০/- টাকা। এই অংক আয় বিবরণীর ১৪ নং ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

১৫। প্রদেয় কর (ক্রমিক ১৩ ও ১৪ এর পার্থক্য)ঃ

১৩ নং ক্রমিকে লেখা আয়করের পরিমাণ হতে ১৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর রেয়াত বাবদ অর্থ বিয়োগ করে ১৫ নং ক্রমিকে প্রদেয় করের পরিমাণ লিখতে হবে। উপরের উদাহরণ অনুযায়ী এখানে

১,৬৬,২৫০ - ২৭,৫০০ = ১,৩৩,৭৫০/- টাকা প্রদেয় কর হিসেবে দেখাতে হবে।

১৬। **ক্রমিক-১৫ তে বর্ণিত প্রদেয় কর থেকে বাদ (কর নির্ধারণের পূর্বে পরিশোধিত কর)ঃ**

(ক) উৎস হতে কর্তিত/সংগৃহীত করঃ

আয় বছরে করদাতার আয় থেকে উৎসে কর কেটে রাখা হলে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে। যেমন বেতন থেকে, ব্যাংক সুদ থেকে, গৃহ সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া থেকে, পেশাগত ফি থেকে উৎসে কেটে রাখা কর এখানে দেখাতে হবে। উৎসে কেটে রাখা করের স্বপক্ষে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট এই সাথে দিতে হবে।

(খ) ধারা ৬৪/৬৮ অনুযায়ী প্রদত্ত অগ্রিম করঃ

করদাতা যদি অগ্রিম কর পরিশোধ করে থাকেন, তাহলে পরিশোধিত করের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং চালানের কপিও সাথে দিতে হবে।

(গ) এই রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪) অনুযায়ীঃ

রিটার্ণে দেখানো আয়ের ভিত্তিতে প্রদেয় কর পরিশোধের সমর্থনে চালান, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, একাউন্ট পেয়ী চেকের কপি দাখিলসহ পরিশোধিত করের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) প্রত্যর্পনযোগ্য করের সমন্বয়ঃ

আগের বছরগুলোতে করদাতার যদি কর ফেরত দাবী থাকে তবে তা তিনি এখানে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে পারবেন। ধরা যাক ২০০৯-১০ কর বছরে করদাতার ফেরতযোগ্য করের পরিমাণ ছিল ৫,০০০/- টাকা। ২০১০-১১ কর বছরে রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে প্রদেয় মোট আয়করের পরিমাণ ৮,০০০/- টাকা। এ অবস্থায় ২০০৯-১০ কর বছরের ফেরতযোগ্য ৫,০০০/- টাকা ২০১০-১১ কর বছরে কর দাবীর বিপরীতে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে

পারবেন এবং ২০১০-২০১১ কর বছরের জন্য তাঁকে অবশিষ্ট ৩,০০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে। মোট করের পরিমাণ ডান পাশের ঘরে লিখতে হবে।

১৭। <u>ক্রমিক ১৫ ও ১৬ নং এর পার্থক্যঃ</u>

এখানে প্রদেয় কর ও পরিশোধিত করের পার্থক্য লিখতে হবে। যেমন প্রদেয় কর যদি ৮,০০০/- টাকা হয় আর পরিশোধিত কর যদি ৫,০০০/- টাকা হয়, তাহলে এখানে ৩,০০০/- টাকা লিখতে হবে।

১৮। <u>করমুক্ত এবং কর অব্যাহতির জন্য দাবীকৃত আয়ঃ</u>

করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে তা এখানে দেখাতে হবে। ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের কয়েকটি আইটেম নীচে দেয়া হলোঃ

(ক) করদাতা যদি চাকুরীর দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বিশেষ ভাতা, সুবিধা বা আনুতোষিক (perquisite) পান;

(খ) পেনশন;

(গ) সরকারী সিকিউরিটিজ হতে প্রাপ্ত সুদ ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত ;

(ঘ) ডিবেঞ্চার হতে প্রাপ্ত সুদ ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে সরকারী সিকিউরিটিজ ও ডিবেঞ্চার উভয় খাত হতে প্রাপ্ত সুদ থাকলে, সর্বমোট ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত হবে;

(ঙ) অংশীদারী ফার্ম হতে পাওয়া মুলধনী মুনাফার অংশ;

(চ) গ্রাচুইটি প্রাপ্তি;

(ছ) প্রভিডেন্ট ফান্ড (এ্যাক্ট, ১৯২৫ অনুযায়ী) থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঝ) স্বীকৃত সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঞ) কোম্পানীজ প্রফিট (ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন) এ্যাক্ট ১৯৬৮ এর আওতায় ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(ট) মিউচ্যুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে পাওয়া লভ্যাংশ (dividend) ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত

(ঠ) সরকারী নিরাপত্তা জামানতের সুদ যা সরকার করমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে;

(ড) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ী অধিবাসীর দ্বারা এই জেলাগুলোতে পরিচালিত আর্থিক কর্মকান্ডের ফলে প্রাপ্ত আয়;

(ঢ) রপ্তানী ব্যবসা হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০%;

(ণ) আয়ের একমাত্র উৎস 'কৃষি খাত' হলে কৃষি খাত হতে আয় ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ;

(ত) সঞ্চয়পত্রের সুদ ২৫,০০০/- টাকার বেশী না হলে। তবে সুদ হতে উৎসে আয়কর কর্তন করা হলে এ সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

(থ) 'কম্পিউটার সফ্‌টওয়ার ডেভেলপমেন্ট' ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (ITES) ব্যবসার আয় {এস, আর ও নং-২১৬-আইন/ আয়কর/২০০৫};

(দ) মৎস্য খামার (কোম্পানী বাদে), গবাদি পশুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, তুঁত গাছের চাষ, রেশম গুটি পোকা পালনের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, ফুল ও লতা পাতার চাষ, ছত্রাক উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপণন এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার হতে অর্জিত আয়। তবে এ ক্ষেত্রে অর্জিত আয় ১,৫০,০০০/- টাকা এর অধিক হলে অর্জিত আয়ের ১০% সরকারী বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করতে হবে।

(ধ) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় হতে অর্জিত মুলধনী মুনাফা {এসআরও নং ২৬৯-আইন/আয়কর/২০১০ তারিখঃ ০১/০৭/২০১০};

(ন) হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী থেকে উদ্ভুত আয়;

(প) জিরো কুপন বন্ড থেকে উদ্ভুত আয়;

(ব) বাংলাদেশের বাইরে উদ্ভুত আয় প্রচলিত আইনের অধীনে বাংলাদেশে আনীত হলে, উক্ত আয় {এস,আরওনং-২১৬-আইন/আয়কর/২০০৪};

(ভ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সঞ্চয়ী পেনশন স্কীম হতে অর্জিত সম্পদ আয় {এস,আরওনং-৮৯-আইন-আয়কর/২০০৩};

(ম) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড হতে অর্জিত আয় {এস,আরও নং-১৬০-এল/৮১}

করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত না হলেও রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

১৯। পূর্ববর্তী কর বছরে প্রদত্ত আয়করঃ

গত কর বছরে করদাতা যে কর পরিশোধ করেছেন তা এখানে লিখতে হবে।

প্রতিপাদন

শূন্যস্থানে (dotted space) করদাতা তার নিজের পূর্ণ নাম, পিতা বা স্বামীর পূর্ণ নাম, টিআইএন উল্লেখ করে রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের সত্যতা সম্পর্কে প্রতিপাদন প্রদান করবেন।

সম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (ফরম আই.টি-১০বি)

ব্যক্তি করদাতার সম্পদের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন তাঁকে সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী পূরণ করতে হবে।

আয় বছরের শেষ তারিখে (যেমন ২০১০-২০১১ কর বছরের জন্য ৩০/০৬/২০১০ ইং তারিখে) যে সম্পদ ও দায় রয়েছে করদাতাকে তা সম্পদ ও দায় বিবরণীতে দেখাতে হবে। করদাতা তাঁর নিজের, তাঁর স্ত্রী বা স্বামী (তাঁরা রিটার্ন দাখিলকারী না হলে) বা নাবালক সন্তানের যাবতীয় পরিসম্পদ ও দায়, সম্পদ ও দায় বিবরণীতে দেখাবেন।

সম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে দেখানো কোন সম্পদ কিভাবে অর্জিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে। অর্থাৎ কোন সম্পদ কেনা হয়ে থাকলে ক্রয়মূল্য বাবদ পরিশোধিত অর্থের উৎস সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে। করদাতা যদি কোন সম্পদ দান হিসেবে পেয়ে থাকেন তাহলে দানকারীর নাম, ঠিকানা ও টিআইএন (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে এবং দানের স্বপক্ষে কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। করদাতা নিজেও যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান করেন বা ঋণ দিয়ে থাকেন, তাহলে যিনি দান বা ঋণ গ্রহণ করেছেন তাঁর নাম, ঠিকানা এবং টিআইএন উল্লেখ করতে হবে।

করদাতা যদি কোন ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন তাহলে তা সম্পদ ও দায়ের বিবরণীর ১১ নম্বর ক্রমিকে দেখাতে হবে।

পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী পূরণ করার নিয়ম

'তারিখ' এর পূর্বে শূন্যস্থানে (dotted space) আয় বছরের শেষ তারিখটি লিখতে হবে। যেমন, ২০১০-২০১১ কর বছরের শেষ তারিখ হবে ৩০/০৬/২০১০ ইং। করদাতার নাম কলামে করদাতার পূর্ণ নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে। টিআইএন এর ঘরে টিআইএন লিখতে হবে যেমনভাবে রিটার্নের প্রথম পৃষ্ঠায় ৪নং ক্রমিকে লেখা হয়েছিল।

সম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী পূরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পালন করতে হবেঃ

- সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর বা নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ক্রয় বা অর্জিত মূল্যে প্রদর্শন করে যেতে হবে;
- নতুন সম্পদ ক্রয় করলে তার ক্রয়মূল্য;
- সম্পদ অজর্ন করলে (দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে) অর্জনকালীন সময়ের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রদর্শন করতে হবে;
- যে কোন সম্পদ তা ক্রয় বা অন্য যে কোনভাবে অর্জিত হোক না কেন তা সম্পদ বিবরণীতে ঘোষণা না করলেও আয়কর আইন অনুযায়ী তা সম্পদ গোপন করা হিসেবে গণ্য হবে।

১নং ক্রমিকের 'ক' এর ঘরে ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসায়ের পুঁজির অংক লিখবেন। করদাতার হিসাব বিবরণীর স্থিতিপত্রে দেখানো সমাপনী মূলধন বা পুঁজির অংকটিই এখানে লিখতে হবে।

করদাতা কোন কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের স্পসর শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক হলে **১নং ক্রমিকের 'খ'** এর ঘরে উক্ত কোম্পানী বা কোম্পানী সমূহে তাঁর শেয়ারের ক্রয়মূল্য এখানে দেখাবেন। কোম্পানীর নাম এবং শেয়ারের সংখ্যাও যথাস্থানে লিখতে হবে।

২নং ক্রমিকে 'অ-কৃষি সম্পত্তি' অর্থাৎ গৃহসম্পত্তি বা ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্রয়মূল্য দেখাতে হবে। সম্পত্তির অবস্থান ও বিবরণ (যেমন আয়তন, ঠিকানা ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্যও এখানে লিখতে হবে।

৩নং ক্রমিকে কৃষি সম্পত্তির ক্রয়মূল্য, জমির পরিমাণ, জমির অবস্থান সম্পর্কে লিখতে হবে।

৪নং ক্রমিকে বিভিন্ন রকম বিনিয়োগ যথাঃ শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সঞ্চয়পত্র, সঞ্চয় স্কীম, বন্ড, স্থায়ী জামানত, ঋণ প্রদান, বীমার প্রিমিয়াম, ইত্যাদি তে বিনিয়োগকৃত টাকার অংক লিখতে হবে।

৫ নং ক্রমিকে মোটর যানের ক্রয়মূল্য, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং মোটরযানের ধরণ (জীপ, মাইক্রোবাস, কার, বাস, সিএনজি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

৬ নং ক্রমিকে অলংকারাদির পরিমাণ ও ক্রয়মূল্য লিখতে হবে।

৭নং ক্রমিকে আসবাবপত্রের ক্রয়মূল্য লিখতে হবে।

৮নং ক্রমিকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর (যেমন- টেলিভিশন, ফ্রিজ, ওভেন, ক্যাসেট পে-য়ার, ওয়াশিং মেশিন, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি) ক্রয়মূল্য লিখতে হবে।

৯নং ক্রমিকে ব্যবসায়ের পুঁজির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অর্থ সম্পদের তথ্য দিতে হবে। এর মধ্যে নগদ টাকা, ব্যাংকে রাখা টাকা ইত্যাদির অংক লিখতে হবে।

১০নং ক্রমিকে অন্যান্য পরিসম্পদের ঘরে জমি বা সম্পত্তির জন্য অগ্রিম জমা, সোনা বা রূপার পিতল ইত্যাদি দেখানো যাবে।

১১নং ক্রমিকে করদাতার দায় দেখাতে হবে। এগুলো বন্ধকী জমি বা সম্পদ, জামানতবিহীন ঋণ, ব্যাংক ঋণ ইত্যাদি দেখানো যাবে।

মোট সম্পদ থেকে মোট দায় বাদ দিলে করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ পাওয়া যাবে যা **১২ নং ক্রমিকে** দেখাতে হবে।

১৩নং ক্রমিকে বিগত আয় বৎসরের নীট সম্পদ দেখাতে হবে।

১৪নং ক্রমিকে পূর্ববর্তী ১২ ও ১৩ নং ক্রমিকের পার্থক্য লিখতে হবে। ১২ নং ক্রমিকে বর্ণিত নীট সম্পদের পরিমাণ ১৩ নং ক্রমিকের নীট সম্পদ

অপেক্ষা অধিক হলে যে পার্থক্য পাওয়া যাবে তা সম্পদের বৃদ্ধি হিসেবে বিবেচিত হবে। অপর পক্ষে ১৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত নীট সম্পদ ১২ নং ক্রমিকের নীট সম্পদ অপেক্ষা অধিক হলে যে পার্থক্য পাওয়া যাবে তা সম্পদের হ্রাস হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৫নং ক্রমিকের 'ক' এর ঘরে পারিবারিক ব্যয়ের অংক লিখতে হবে। এ পারিবারিক ব্যয়ের অংকের সাথে ব্যক্তি করদাতার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্য বিবরণীতে দেখানো মোট খরচের হুবহু মিল থাকবে। **'খ'** এর ঘরে করদাতার উপর নির্ভরশীল শিশু সদস্য এবং পূর্ণবয়স্ক সদস্যের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

১৬নং ক্রমিকে সম্পদের মোট পরিবৃদ্ধি অর্থাৎ ১৪ নং ক্রমিকে সম্পদের পরিবৃদ্ধি থাকলে তার সাথে ১৫ নং ক্রমিকের **'ক'** এর ঘরে দেখানো পারিবারিক ব্যয় যোগ করে যে যোগফল পাওয়া যাবে তা দেখাতে হবে। অপর পক্ষে ১৪ নং ক্রমিকে সম্পদের হ্রাস থাকলে তা থেকে ১৫ নং ক্রমিকের **'ক'** এর ঘরে দেখানো পারিবারিক ব্যয় বিয়োগ করে যে পার্থক্য পাওয়া যাবে তা ১৬ নং ক্রমিকে দেখাতে হবে।

১৭নং ক্রমিকে বিবেচনাধীন করবর্ষে রিটার্ণে প্রদর্শিত আয়, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ও করমুক্ত আয় এবং নিজস্ব আয় ব্যতীত অন্য কোন প্রাপ্তি থাকলে দেখাতে হবে।

১৮নং ক্রমিকে ১৬ ও ১৭ নং ক্রমিকের পার্থক্য দেখাতে হবে। সাধারণভাবে ১৭ নং ক্রমিকে বর্ণিত অর্জিত তহবিলের যোগফল দ্বারা ১৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত সম্পদের মোট পরিবৃদ্ধির সংকুলান হতে হবে। সম্পদের পরিবৃদ্ধি অর্জিত তহবিলের চাইতে বেশী হলে এবং তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না থাকলে সম্পদের এই অতিরিক্ত অংক করদাতার হাতে অব্যাখ্যায়িত আয় হিসেবে করযোগ্য হবে।

জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী বা ফরম আইটি-১০বিবি পূরণের নিয়ম

এই বিবরণীতে করদাতার নাম, টিআইএন এবং আয় বছরে জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিষয়ের খরচের উল্লেখ করতে হবে। রিটার্নের এ সংক্রান্ত ছকটি পূরণের নিয়ম নীচে বর্ণনা করা হলো-

ক্রমিক নং-১ঃ এই ঘরে করদাতা ও তার পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণ পোষণ বাবদ খরচের অংকটি লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-২ঃ এই ঘরে উৎসে কেটে নেয়া কর এবং নিজে জমা দেয়া বা পরিশোধ করা করের পরিমাণ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৩ঃ এই ঘরে বাড়ী ভাড়া বাবদ খরচের অংক লিখতে হবে। ভাড়া বাড়ী না হলে মন্তব্যের ঘরে নিজের বাড়ী, পিতার বাড়ী, নিয়োগ কর্তা প্রদত্ত বাড়ী অথবা অন্য কারো হলে সে তথ্য লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৪ঃ এই ঘরে যানবাহন বিষয়ে যাবতীয় ব্যয় যেমন- জ্বালানী, রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের মোট পরিমাণ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৫ঃ এই ঘরে বিদ্যুৎ বিল বাবদ পরিশোধিত অংকের পরিমাণ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৬ঃ এই ঘরে আবাসিক পানির বিল বাবদ পরিশোধিত অংকের পরিমাণ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৭ঃ এই ঘরে আবাসিক গ্যাস বিল বাবদ পরিশোধিত অংকের পরিমাণ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৮ঃ এই ঘরে আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ পরিশোধিত অংকের পরিমাণ লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-৯ঃ এই ঘরে সন্তানদের লেখাপড়া বাবদ যে পরিমাণ খরচ হয়েছে তা লিখতে হবে।

ক্রমিক নং- করদাতা নিজ ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণ করে থাকলে বিদেশ

১০ঃ ভ্রমণ বাবদ যাবতীয় খরচ এই ঘরে লিখতে হবে।

ক্রমিক নং-১১ঃ বিভিন্ন উৎসব যেমন-বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি বাবদ কোন খরচ হয়ে থাকলে সে খরচ, চিকিৎসা খরচ, কোন তহবিলে চাঁদা প্রদানের খরচ এবং কাউকে অর্থ দান করা হয়ে থাকলে সে দানের অংক এ ঘরে লিখতে হবে।

রিটার্নের সাথে যে সকল ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে

বিভিন্ন উৎসের আয়ের স্বপক্ষে যে সকল ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে আয়ের খাতওয়ারী সেরকম একটি তালিকা নীচে দেয়া হলোঃ

বেতন খাতঃ

(ক) বেতন বিবরণী;

(খ) ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;

(গ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম দাবী করা হলে প্রিমিয়াম জমার রশিদের কপি;

নিরাপত্তা জামানতের সুদ খাতঃ

(ক) বন্ড বা ডিবেঞ্চার যে বছরে কেনা হয় সে বছরে বন্ড বা ডিবেঞ্চারের কপি;

(খ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র;

(গ) ব্যাংক বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চার কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়নপত্র;

গৃহ সম্পত্তি খাতঃ

(ক) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি;

(খ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;

(গ) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক সার্টিফিকেট;

(ঘ) গৃহ সম্পত্তি বীমাকৃত হলে বীমার প্রিমিয়ামের রশিদের কপি।

ব্যবসা বা পেশা খাতঃ

ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের বিবরণী

অংশীদারী ফার্মের আয়ঃ

ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী

মুলধনী মুনাফাঃ

(ক) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের দলিলের কপি;
(খ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালান/পে-অর্ডারের ফটোকপি;

অন্যান্য উৎসের আয়ের খাতঃ

(ক) লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;
(খ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয় পত্র ভাঙ্গানোর সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;
(গ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট;
(ঘ) শেয়ার বিক্রয় হতে মূলধনী মুনাফা থাকলে তার প্রত্যায়ন পত্র বা প্রমান পত্র;
(ঙ) অন্য যে কোন আয়ের উৎসের জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র;

আয়কর পরিশোধ (উৎসে কর কর্তন সহ)ঃ

(ক) কর পরিশোধের সমর্থনে চালানের কপি, পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/ একাউন্ট পেয়ী চেকের কপি;
(খ) যে কোন খাতের আয় হতে উৎসে আয়কর পরিশোধ করা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র।

টিআইএন ফরম কিভাবে পূরণ করতে হবে

কোন ব্যক্তিকে নতুন করদাতা হিসেবে টিআইএন প্রাপ্তির জন্য প্রথমেই দুই প্রস্থ টিআইএন ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট আয়কর সার্কেলে দাখিল করতে হবে। পরিশিষ্ট ‘গ’ -তে নমুনা টিআইএন ফরম দেয়া হয়েছে। ইংরেজীতে এবং বড় অক্ষর (Capital Letter) দ্বারা এই ফরমটি পূরণ করতে হবে। প্রতিটি ঘরে একটি করে অক্ষর লিখতে হবে এবং প্রতিটি শব্দের পরে একটি ঘর ফাঁকা রাখতে হবে।

ছবি দাখিল ও কর পরিশোধঃ

- আবেদনকারী তাঁর পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি টিআইএন ফরমের সাথে দাখিল করবেন।
- আবেদনকারীর ছবি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা, ওয়ার্ড কমিশনার অথবা যে কোন টিআইএনধারী করদাতা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।
- ১,০০০/- টাকা আয়কর বাবদ পরিশোধের চালান বা পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে। তবে এ পরিশোধিত আয়কর করদাতার চূড়ান্ত করদায়ের সাথে সমন্বয় হবে।

পৃষ্ঠা নং-১ঃ

ক্রমিক নং ১ ঃ	**আবেদনকারী এ ঘরে তাঁর পূর্ণ নাম লিখবেন।**
ক্রমিক নং ২(এ) ঃ	**এ ঘরে আবেদনকারী তাঁর পিতার নাম লিখবেন।**
ক্রমিক নং ২(বি) ঃ	**এ ঘরে আবেদনকারী তাঁর মাতার নাম লিখবেন।**
ক্রমিক নং ২(সি) ঃ	**এ ঘরে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ লিখতে হবে। প্রথম দু’টি ঘরে তারিখ, পরের দু’টি ঘরে মাস এবং অবশিষ্ট চারটি ঘরে বছর লিখতে হবে।**

ক্রমিক নং ২(ডি) ঃ	আবেদনকারী মহিলা এবং বিবাহিত হলে স্বামীর নাম এ ঘরে লিখবেন।
ক্রমিক নং ৩ ঃ	আবেদনকারীর যদি একক মালিকানাধীন ব্যবসা থাকে তবে এ ঘরে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবেন। ৩(বি) অংশীদারী ফার্মের ক্ষেত্রে এবং ৩(সি) কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধায় ব্যক্তি শ্রেণীর জন্য এ তথ্য প্রদান করতে হবে না।।
ক্রমিক নং ৪ ও ৫ঃ	ব্যক্তি শ্রেণীর আবেদনকারীর জন্য এ ঘর দু'টি পূরণ করতে হবে না।
ক্রমিক নং ৬(এ) ঃ	এ ঘরে আবেদনকারীর পূর্ণ বর্তমান ঠিকানা লিখতে হবে।
ক্রমিক নং ৬(বি) ঃ	আবেদনকারীর যদি টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা থাকে তাহলে তা এখানে নির্ধারিত ঘরে উল্লেখ করতে হবে।
ক্রমিক নং ৬(সি) ঃ	এ ঘরে আবেদনকারীর পূর্ণ স্থায়ী ঠিকানা লিখতে হবে।
ক্রমিক নং ৬(ডি) ঃ	এ ঘরে আবেদনকারীর ব্যবসা/পেশা/ফ্যাক্টরীর পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হবে।
ক্রমিক নং ৭ ঃ	করদাতার এক বা একাধিক ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর থাকলে এ ঘরে তা লিখতে হবে।
ক্রমিক নং ৮ ঃ	এ ঘরে কর পরিশোধের সপক্ষে চালান বা পে-অর্ডার নম্বর, তারিখ, ব্যাংক ও শাখার নাম লিখতে হবে।
ক্রমিক নং ৯ ঃ	এ ঘরে করদাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর লিখতে হবে।

আবেদনকারী ইতোপূর্বে অন্যকোন আয়কর সার্কেল হতে টিআইএন গ্রহণ করেননি এবং তাঁর দেয়া তথ্য সঠিক রয়েছে এই

প্রতিপাদনসহ স্বাক্ষর করবেন। টিআইএন আবেদন ফরমের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আবেদনকারীর স্বাক্ষরের জায়গার নীচের অংশটুকু সংশ্লিষ্ট আয়কর সার্কেল পূরণ করবে।

আয়কর রিটার্ন কারা দেবেন

কোন ব্যক্তি (individual) এর আয় যদি বছরে ১,৬৫,০০০/- টাকার বেশী হয় তবে তাকে রিটার্ন দিতে হবে। তবে মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের পুরুষ করদাতার আয় যদি বছরে ১,৮০,০০০/- টাকার বেশি হয় তাহলে তাঁকে রিটার্ন দিতে হবে। তবে আয়ের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন কতিপয় ব্যক্তির রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামুলক । তাঁদের তালিকা নীচে দেয়া হলোঃ

(১) বিভাগীয় বা জেলা সদরে, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনের আওতায় বাস করেন এমন কারও যদি-
   - (ক) একতলার অধিক বাড়ী থাকে এবং প্রতি তলার আয়তন ১৬০০ বর্গফুটের চেয়ে বেশী হয়;
   - (খ) একটি মোটর গাড়ী থাকে;
   - (গ) একটি আইএসডি টেলিফোন থাকে;
   - (ঘ) মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত ক্লাবের সদস্য পদ থাকে;

(২) ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যাংক একাউন্ট আছে এমন ব্যবসায়ী;

(৩) ডাক্তার, দন্ত চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট বা এ ধরণের কোন পেশাজীবী সংস্থার সদস্য;

(৪) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ বা ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্য;

(৫) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদের কোন পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী;

(৬) সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ডাকা টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী;

(৭) যার টিআইএন আছে;

(৮) চলতি বছরের আগের তিন বছরে কখনো যার আয় করযোগ্য ছিল;

(৯) যিনি করদাতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।

রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যায়

আয়কর রিটার্ন ফরম কর সার্কেলসহ বিভিন্ন কর অফিসে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। রিটার্ন ফরম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট www.nbr-bd.org থেকে download করা যায়।

রিটার্ন দাখিলের সময়

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১লা জুলাই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর এই সময়সীমার মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়। উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে করদাতা রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য উপ কর কমিশনারের কাছে সময়ের আবেদন করতে পারেন। সময় মঞ্জুর হলে বর্ধিত সময়ের মধ্যে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করা সম্ভব।

রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হবে

প্রত্যেক শ্রেণীর করদাতার রিটার্ন দাখিলের জন্য আয়কর সার্কেল নির্দিষ্ট করা আছে। যেমনঃ ‘A’ থেকে ‘E’ পর্যন্ত অক্ষরগুলো দিয়ে যে সরকারী কর্মকর্তার নাম শুরু হয়েছে তাঁকে কর অঞ্চল-৪, ঢাকা এর বৈতনিক-৭ সার্কেলে রিটার্ন জমা করতে হবে। পুরোনো করদাতারা তাঁদের বর্তমান সার্কেলে রিটার্ন জমা দেবেন। নতুন করদাতারা তাঁদের নাম, চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত সার্কেলে টিআইএন (TIN) ফরমসহ আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। করদাতারা প্রয়োজনে কাছাকাছি আয়কর অফিস বা কর পরামর্শ কেন্দ্র থেকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার সার্কেল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রিটার্ন দাখিল না করলে

সময়মত আয়কর রিটার্ন দাখিল না করলে জরিমানা করার বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপ কর কমিশনার সর্বশেষ কর নির্ধারণে আরোপিত করের ১০% পর্যন্তএককালীন জরিমানা করতে পারেন। তবে এককালীন এ জরিমানার পরিমাণ ১০০০/- টাকার কম হবে না। এছাড়াও আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর পরবর্তী প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য ৫০/- টাকা হারে জরিমানা করার নিয়ম রয়েছে।

বিভিন্ন পেশার করদাতাদের আয় নিরূপণ এবং কর গণনার কয়েকটি উদাহরণ

১। সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর আয় এবং কর পরিগণনা

(ক) শুধু বেতন খাতের আয় রয়েছে যাঁদেরঃ

জনাব রহিম একজন সরকারী কর্মকর্তা। ৩০শে জুন, ২০১০ইং তারিখে সমাপ্ত অর্থ বৎসরে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন।

মাসিক মূল বেতন ১৫,৬০০/-
চিকিৎসা ভাতা ৫০০/-

তিনি সরকারী বাসায় থাকেন এবং এজন্য প্রতিমাসে মূল বেতন হতে ৭.৫০% হারে কর্তন করা হয়। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতিমাসে ২০০০/- টাকা জমা রাখেন। হিসাব রক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০/০৬/২০১০ ইং তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ২৫,৫০০/- টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ৫০/- ও ৪০/- টাকা।

২০১০-২০১১ করবর্ষে জনাব রহিম এর মোট আয় এবং করদায় এবং সরকারের নিকট হতে বেতন খাতে কর পরিশোধ বাবদ কত টাকা ফেরত পাবেন তা নীচে দেয়া হলোঃ

বেতন খাতে আয় ঃ

মূল বেতন (১৫,৬০০/- × ১২ মাস)	**=**		**১,৮৭,২০০/-**
চিকিৎসা ভাতা (৫০০/- × ১২)	**=**	**৬,০০০/-**	
বাদঃ প্রকৃত ব্যয়		**৬,০০০/-**	**শূন্য**
উৎসব ভাতা ০২ টি ১৫,৬০০/- × ২টি	**=**		**৩১,২০০/-**

সরকারী বাসস্থানের জন্য অনুমিত আয় (মূলবেতনের ২৫%)
(১,৮৭,২০০ × ২৫%) = ৪৬,৮০০/-

বাদঃ ব্যয়

১। বেতন হতে ৭.৫% কর্তন

(১,৮৭,২০০ × ৭.৫%) = ১৪,০৪০/-

২। নগদ ভাতা পরিহার

(মূলবেতনের ৪৫%)

(১,৮৭,২০০ × ৪৫%) = ৮৪,২৪০/-

= ৯৮,২৮০/-

(-) ৫১,৪৮০/-

পার্থক্য বেতনের সাথে যুক্ত হবে = শূন্য

ভবিষ্য তহবিলের সুদ ২৫,৫০০/-

বাদ করমুক্ত (সম্পূর্ণ) ২৫,৫০০/- শূন্য

মোট আয় = ২,১৮,৪০০/-

কর দায় পরিগণনাঃ

প্রথম ১,৬৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘ শূন্য’ হার

অবশিষ্ট ৫৩,৪০০ টাকা পর্যন্ত ১০% হারে ৫,৩৪০/-

মোট কর দায় = ৫,৩৪০/-

বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (২,০০০ × ১২)= ২৪,০০০/-

২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (৫০ × ১২) = ৬০০/-

৩। গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা (৪০ × ১২)= ৪৮০/-

মোট বিনিয়োগ = ২৫,০৮০/-

বিনিয়োগের অনুমোদন যোগ্য সর্বোচ্চ সীমা মোট আয়ের ২৫%

(২,১৮,৪০০/-× ২৫%) = ৫৪,৬০০/-

প্রকৃত বিনিয়োগ ২৫,০৮০ টাকা অনুমোদনযোগ্য

সীমার কম বিধায় প্রকৃত বিনিয়োগের উপর ১০%

হারে কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে (২৫,০৮০ × ১০%) =২,৫০৮/-

প্রদেয় কর = ২,৮৩২/-

অতএব করদাতাকে রিটার্নের সাথে ২,৮৩২/- টাকা কর পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে তিনি সরকারের নিকট হতে ২,৮৩২/- টাকা ফেরত পাবেন।

একই আয় যদি কোন মহিলা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ধরতে হবে ১,৮০,০০০/- টাকা (পুরুষদের ক্ষেত্রে ১,৬৫,০০০/-) এবং সেভাবে কর গণনা করতে হবে। যেমনঃ

বেতন খাতে মোট আয় টাঃ ২,১৮,৪০০/-

কর দায় পরিগণনাঃ

প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত 'শুন্য' হার

অবশিষ্ট ৩৮,৪০০/- টাকা পর্যন্ত ১০% হারে ৩,৮৪০/-

মোট কর দায় = টাঃ ৩,৮৪০/-

মোট বিনিয়োগ টাঃ ২৫,০৮০/- এর উপর ১০% হারে বিনিয়োগ রেয়াত পাওয়া যাবে টাঃ ২,৫০৮/-

টাঃ ১,৩৩২/-

যেহেতু সর্বনিম্ন করের পরিমাণ ২,০০০/- টাকা, সেহেতু তাঁকে ২,০০০/- টাকা কর প্রদান করতে হবে।

(খ) বেতনসহ অন্য খাতের আয় রয়েছে যাঁদেরঃ

একজন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন খাত ছাড়াও ব্যাংক সুদ, গৃহসম্পত্তি, লভ্যাংশ, সঞ্চয় পত্রের সুদ ইত্যাদি খাতে আয় থাকতে পারে। ধরা যাক, ২০১০-২০১১ করবর্ষে জনাব আহসান নীচে উল্লেখিত বেতন ও ভাতা পেয়েছেনঃ

(ক) মাসিক মূল বেতন = ১৯,৩০০/- টাকা

(খ) ২টি উৎসব বোনাস (১৯,৩০০ × ২) =৩৮,৬০০/- টাকা

(গ) চিকিৎসা ভাতা = ৫০০/- টাকা

(ঘ) আপ্যায়ন ভাতা = ৩০০/- টাকা

(ঙ) বাড়ী ভাড়া ভাতা = ৭,৭২০/- টাকা

ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে একটি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন। গাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসের বেতন হতে ২০০/- টাকা করে কর্তন করা হয়।

এছাড়া জনাব আহসানের গৃহ সম্পত্তি খাতে ৫০,০০০/- টাকা, কৃষি খাতে ১০,০০০/- টাকা, আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৩৫,০০০/- টাকা, সঞ্চয়পত্র থেকে সুদ প্রাপ্তি ৩০,০০০/- টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১০,০০০/- টাকা আয় রয়েছে। লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।

জনাব আহসানের মোট আয় নীচে দেয়া উপায়ে নিরূপন করা হবেঃ

(ক) **বেতন খাতে আয় ঃ**

মূল বেতন = (১৯,৩০০ × ১২) = ২,৩১,৬০০/-

উৎসব বোনাস = (১৯,৩০০ × ২ = ৩৮,৬০০/-

চিকিৎসা ভাতা = (৫০০ × ১২) = ৬,০০০/-

বাদ প্রকৃত ব্যয় = ৬,০০০/- শূন্য

আপ্যায়ন ভাতা= (৩০০ × ১২) = ৩,৬০০/-

বাড়ী ভাড়া ভাতা = (৭,৭২০× ১২) ৯২,৬৪০/-

বাদ মূল বেতনের ৫০% বা মাসিক ১৫,০০০/- এ দুটির মধ্যে যেটি কম

(২,৩১,৬০০ × ৫০%) ১,১৫,৮০০/-

(-২৩,১৬০/-)

পার্থক্য ঋণাত্মক হওয়ার কারণে আয়ের সাথে যোগ/বিয়োগ হবে না। শূন্য

যাতায়াত সুবিধা ঃ

মূল বেতনের ৭.৫% = ১৭,৩৭০/-

বাদ মূল বেতন হতে কর্তন

(২০০ × ১২) = ২,৪০০/-

১৪,৯৭০/-

বেতন খাতে আয় = ২,৮৮,৭৭০/-

(খ) গৃহ সম্পত্তি আয়ঃ ৫০,০০০/-

(গ) কৃষি আয় ঃ ১০,০০০/-

(ঘ) অন্যান্য সূত্রের আয়ঃ

(অ) লভ্যাংশ ঃ

AvBwmwe I wgDPz¨qvj dvÛ n‡Z jf¨vsk cÖvwß 1,35,000/- UvKv hvi g‡a¨ 25,000/- UvKv ch©šÍ Ki gy³| 25,000/- UvKvi AwZwi³ AsK Ki‡hvM¨ Avq wn‡m‡e MY¨ n‡e| ZvB jf¨vsk Avq (১,৩৫,০০০-২৫,০০০) = ১,১০,০০০/-

(আ) ব্যাংক সুদ = ১০,০০০/-

(ই) সঞ্চয়পত্রের সুদ = ৩০,০০০/-

অন্যান্য সূত্রের আয় =১,৫০,০০০/-

মোট আয় = ৪,৯৮,৭৭০/-

জনাব আহসানের নিরূপিত মোট আয় ৪,৯৮,৭৭০/- টাকার বিপরীতে ধার্য্যকৃত করের পরিমাণ এভাবে পরিগণনা করা হবেঃ

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	১০%	২৭,৫০০/-
অবশিষ্ট ৫৮,৭৭০/- টাকার উপর ------------------	১৫%	৮,৮১৬/-
	মোট =	৩৬,৩১৬/-

জনাব আহসান প্রতি মাসে প্রভিডেন্ট ফান্ডে ২,০০০/- টাকা, কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা বাবদ মাসিক যথাক্রমে ৫০/- টাকা এবং ৪০/- টাকা চাঁদা দিয়ে থাকেন। তিনি ৪০,০০০/- টাকার তিন বৎসর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং জীবন বীমার

প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক ৩,০০০/- টাকা দিয়েছেন। এই বিনিয়োগ ও চাঁদার জন্য তিনি ১০% হারে কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন যার পরিগণনা নীচে দেখানো হলোঃ

(ক) প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা (২,০০০ × ১২ মাস) = ২৪,০০০/- টাকা

(খ) কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা

(৫০ + ৪০) টাকা × ১২ মাস = ১,০৮০/- টাকা।

(গ) সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ ৪০,০০০/- টাকা।

(ঘ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান = ৩,০০০/- টাকা।

মোট = ৬৮,০৮০/- টাকা।

মোট আয়ের ২৫% অথবা ১০,০০,০০০/- টাকা অথবা প্রকৃত বিনিয়োগ ৬৮,০০০/- টাকার মধ্যে যেটি কম সেটি কর রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

জনাব আহসানের ক্ষেত্রে মোট আয় ৪,৯৮,৭৭০/- এর ২৫% দাঁড়ায় ১,২৪,৬৯২/- টাকা যা ১০,০০,০০০/- টাকার কম বিধায় তা কর রেয়াতের জন্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা হিসাবে বিবেচিত হবে। জনাব আহসানের প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৮,০৮০/- টাকা। এই বিনিয়োগ অনুমোদনযোগ্য সীমার মধ্যে হওয়ার কারণে এই অংকের উপর সরাসরি ১০% কর রেয়াত হবে। জনাব আহসানের কর রেয়াত এবং নীট প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপে পরিগণনা করতে হবে-

মোট আরোপযোগ্য কর = ৩৬,৩১৬/-টাকা।

বাদঃ কর রেয়াত (৬৮,০৮০ টাকার ১০%) = ৬,৮০৮/- টাকা।

প্রদেয় কর = ২৯,৫০৮/- টাকা।

বাদঃ উৎসে কর্তিত কর

(ক) ব্যাংক সুদ ১০,০০০/- এর ১০% = ১,০০০/-

(খ) লভ্যাংশ ১,৩৫,০০০/- এর ১০% = ১৩,৫০০/-

১৪,৫০০/- টাকা

নীট প্রদেয় কর = ১৫,০০৮/- টাকা।

জনাব আহসান সম্পূর্ণ কর পরিশোধ করলে শুধুমাত্র বেতন খাতে তার পরিশোধিত করের পরিমাণ নীচে দেখানো উপায়ে পরিগণনা করতে হবেঃ

$$\frac{\text{বেতন খাতে আয়} \times \text{মোট পরিশোধিত কর}}{\text{মোট আয়}} =$$

$$\frac{২,৮৮,৭৭০ \times ২৯,৫০৮}{৪,৯৮,৭৭০} = ১৭,০৮৪ \text{ টাকা।}$$

মোট আয়ের বিপরীতে পরিশোধিত করের মধ্যে বেতন খাতে পরিশোধিত কর তিনি বিলের মাধ্যমে পরবর্তীতে সরকারী কোষাগার হতে উত্তোলন করবেন।

২। একজন এনজিও কর্মকর্তার আয় এবং কর পরিগণনা

মিসেস সালমা হক একটি NGO তে কর্মরত রয়েছেন। তিনি ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে নিম্নরূপ বেতন ভাতা পেয়েছেন ঃ

মাসিক মূল বেতন = ১৫,০০০/- টাকা
মাসিক বাড়ী ভাড়া ভাতা = ১০,০০০/- টাকা
মাসিক চিকিৎসা ভাতা = ১,০০০/- টাকা

তিনি সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য অফিস হতে একটি গাড়ী পেয়েছেন। গাড়ীর ড্রাইভারের বেতন ও জ্বালানী খরচ অফিস বহন করে। তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডে প্রতি মাসে ২,০০০/- টাকা জমা দেন। তাঁর নিয়োগকর্তাও এ ফান্ডে সমপরিমাণ অর্থ জমা দেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডটি অনুমোদিত নয়।

২০১০-২০১১ কর বর্ষে মিসেস সালমা হকের মোট আয় ও করদায় নীচে বর্ণনা করা হলোঃ

বেতন খাতে আয়ঃ

মূল বেতন (১৫,০০০/- × ১২) =
১,৮০,০০০/-
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১০,০০০/- × ১২) = ১,২০,০০০/-
বাদ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ঃ
মূল বেতন ৫০% = ৯০,০০০/-
অথবা ১,৮০,০০০/-
যেটি কম ৯০,০০০/-
করযোগ্য বাড়ীভাড়া ভাতা =
৩০,০০০/-

চিকিৎসা ভাতা (১,০০০ × ১২) = ১২,০০০/-
বাদ প্রকৃত ব্যয় = ১২,০০০/-
শূন্য

যানবাহন ব্যবহারের জন্য অনুমিত আয় ঃ (মূল বেতনের ৭.৫%)
(১,৮০,০০০/- × ৭.৫%) =
১৩,৫০০/-
প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার চাঁদা (২০০০ × ১২) =
২৪,০০০/-
বেতন খাতে আয় = ২,৪৭,৫০০/-
মোট আয় =
২,৪৭,৫০০/-

করদায় পরিগণনা

প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত শূন্য
পরবর্তী ৬৭,৫০০/- টাকা পর্যন্ত ১০% হারে ৬,৭৫০/-
প্রদেয় কর = ৬,৭৫০/-

প্রভিডেন্ট ফান্ডটি অনুমোদিত না হওয়ায় ফান্ডে করদাতা ও নিয়োগকর্তার প্রদানকৃত চাঁদার জন্য কোন আয়কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে না।

৩। একজন শিক্ষকের আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব আহসান বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যমের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ৩০শে জুন, ২০১০ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিগত ১২ মাসে তার আয় ছিল নিম্নরূপঃ

বেতন খাতঃ	
মাসিক মূল বেতন	**৩০,০০০/- টাকা**
বাড়ী ভাড়া ভাতা	**১২,৭৫০/- টাকা**
চিকিৎসা ভাতা	**১,০০০/- টাকা**
উৎসব বোনাস-	**দু'টি মূল বেতনের সমান।**

এছাড়া তিনি প্রতি মাসে অনুমোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা প্রদান করেন ৩,০০০/- টাকা। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষও সম পরিমাণ অংক উক্ত তহবিলে জনাব আহসানের পক্ষে চাঁদা দিয়ে থাকেন।

জনাব আহসান প্রাইভেট টিউশনী থেকেও উপার্জন করে থাকেন। তিনি মাসে মোট ০৬ (ছয়) ব্যাচে ছাত্র পড়ান। প্রতি ব্যাচে ছাত্র সংখ্যা ০৬ (ছয়) জন। প্রতি ছাত্র থেকে তিনি সম্মানী গ্রহণ করেন মাসিক ৪,০০০/- টাকা। তিনি নিজের বাসাতেই ছাত্র পড়ান।

২০১০-২০১১ করবর্ষে করদাতার মোট আয় ও প্রদেয় করের পরিমাণ হবে নীচের মতঃ

বেতন খাতঃ		
মাসিক মূল বেতন	**৩০,০০০/- × ১২ মাস**	**৩,৬০,০০০/-**
বাড়ী ভাড়া ভাতা	**১২,৭৫০/- × ১২ = ১,৫৩,০০০/-**	
বাদ করমুক্ত মূল বেতনের ৫০%	**১,৮০,০০০/-**	**শূন্য**
চিকিৎসা ভাতা (১,০০০ × ১২)	**১২,০০০/-**	
বাদ প্রকৃত ব্যয়	**১২,০০০/-**	**শূন্য**
উৎসব বোনাস (৩০,০০০ ×		**৬০,০০০/-**

২) অনুমোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার চাঁদা (৩,০০০ × ১২)		৩৬,০০০/-
	বেতন খাতে আয় =	৪,৫৬,০০০/-

অন্যান্য উৎস খাতে আয়ঃ

টিউশনী থেকে প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ × ৬ জন × ৪০০০ × ১২ মাস)		১৭,২৮,০০০/-
	মোট আয় =	২১,৮৪,০০০/-

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ----		শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০ %	২৭,৫০০/-
(গ) পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫ %	৪৮,৭৫০/-
(ঘ) পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০ %	৭৫,০০০/-
(ঙ) অবশিষ্ট ১০,৪৪,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর ------	২৫ %	২,৬১,০০০/-
	প্রদেয় কর =	৪,১২,২৫০/-

কর রেয়াত

প্রভিডেন্ট ফান্ডটি অনুমোদিত হওয়ায় করদাতা ও নিয়োগকর্তার চাঁদার উপর করদাতা আয়কর রেয়াত পাবেন। এক্ষেত্রে বার্ষিক মোট চাঁদা (৬,০০০×১২) = ৭২,০০০/- টাকার উপর ১০% অর্থাৎ ৭,২০০/- টাকা কর রেয়াত হিসাবে প্রদেয় কর হতে বাদ যাবে। ফলে নীট প্রদেয় করের পরিমাণ হবে (৪,১২,২৫০- ৭,২০০) = ৪,০৫,০৫০/- টাকা।

৪। একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা

মিস সামিনা পারভীন একজন কণ্ঠ শিল্পী। তাঁর নিজস্ব একটি গানের দল রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তার দল নিয়ে গান পরিবেশনের মাধ্যমে আয় করে থাকেন। ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসরে তাঁর আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান ছিল এ রকমঃ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রাপ্তি ছিল- ১০,০০,০০০/-

তাঁর নিজস্ব দলে ৩জন সহশিল্পী, ৩ জন যন্ত্র শিল্পী, ২ জন তবলচী রয়েছে। তাদেরকে বেতন বাবদ প্রদান করা হয়েছিলঃ

বেতন খাতঃ

৩ জন সহশিল্পী--------	**৩ × ৬০০০ × ১২ মাস**	**২,১৬,০০০/-**
৩ জন যন্ত্রশিল্পী--------	**৩ × ৫০০০ × ১২ মাস**	**১,৮০,০০০/-**
২ জন তবলচী---------	**২ × ৩০০০ × ১২ মাস**	**৭২,০০০/-**

শিল্পীদের ড্রেস ও যাতায়াত বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০/- টাকা ও ২,০০০/- টাকা।

২০১০-২০১১ করবর্ষে মিস সামিনা পারভিন এর মোট আয় ও প্রদেয় আয়কর হবে নিম্নরূপঃ

সংগীত পরিবেশন হতে গ্রস প্রাপ্তি-	**১০,০০,০০০/-**

বাদ ব্যয়সমূহঃ

১। বেতন বাবদ

সহশিল্পী ---------------	**২,১৬,০০০/-**
যন্ত্রশিল্পী ---------------	**১,৮০,০০০/-**
তবলচী ----------------	

		৭২,০০০/-	
			৪,৬৮,০০০/-
২। ড্রেস ও যাতায়াত ---------------		১৭,০০০/-	
			৪,৮৫,০০০/-
মোট আয় =		৫,১৫,০০০/-	

<u>করদায় পরিগণনা</u>

(ক) প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -------		শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -----	১০%	২৭,৫০০/-
(গ) অবশিষ্ট ৬০,০০০/- টাকা মোট আয়ের উপর -------------	১৫%	৯,০০০/-
মোট প্রদেয় কর =		৩৬,৫০০/-

৫। একজন ডাক্তারের আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব জামাল হায়দার একটি সরকারী হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োজিত। তিনি ৩০/০৬/২০১০ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরে নীচে দেয়া বেতন ভাতা পেয়েছেনঃ

<u>বেতন খাতঃ</u>

মাসিক মূল বেতন	২৫,৬০০/- টাকা
বাড়ী ভাড়া ভাতা	১২,০২০/- টাকা
চিকিৎসা ভাতা	৫০০/- টাকা
উৎসব ভাতা দু'টি মূল বেতনের সমপরিমাণ	৫১,২০০/- টাকা

তিনি ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন মাসিক ৫,০০০/- টাকা। ভবিষ্য তহবিলের জমা হতে বৎসরে সুদ অর্জিত হয়েছে ২০,০০০/- টাকা। কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা দিয়েছেন মাসিক

৫০/- ও ৪০/- টাকা। তিনি ১০,০০,০০০/- টাকার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেছেন।

করদাতা প্রাইভেট প্রাকটিস করে থাকেন। তিনি প্রতিদিন গড়ে ১০ জন নতুন রোগী ও ৩০ জন পুরাতন রোগী দেখেন। নতুন রোগীর ফি ৫০০/- টাকা ও পুরাতন রোগীর ফি ৩০০/- টাকা। করদাতা পেশাখাতের জন্য কোন খাতাপত্র সংরক্ষণ করেন না।

২০১০-২০১১ করবর্ষে জনাব জামাল হায়দার এর মোট আয় ও আয়কর পরিগণনা নীচে দেখানো হলঃ

বেতন খাতঃ

বার্ষিক মূল বেতন (২৫,৬০০/- × ১২)		৩,০৭,২০০/-	
উৎসব ভাতা (২৫,৬০০/- ×২)		৫১,২০০/-	
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১২,০২০/- × ১২)	১৪৪,২৪০/-		
বাদ করমুক্ত মূল বেতনের ৫০%	১৪৪,২৪০/-	‘শূন্য’	
চিকিৎসা ভাতা (৫০০ × ১২)	৬,০০০/-		
বাদ করমুক্ত প্রকৃত ব্যয়	৬,০০০/-	‘শূন্য’	
ভবিষ্য তহবিলের অর্জিত সম্পদ	২০,০০০/-		
বাদ করমুক্ত	২০,০০০/-	‘শূন্য’	
বেতন খাতে আয় =			৩,৫৮,৪০০/-

পেশা খাতে আয়ঃ

নতুন রোগী (১০জন × ৩০০দিন × ৫০০টাকা)	১৫,০০,০০০/-	
পুরাতন রোগী (৩০জন × ৩০০দিন × ৩০০টাকা)	২৭,০০,০০০/-	
মোট প্রাপ্তি =		৪২,০০,০০০/-
বাদ পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট খরচ =		১৪,০০,০০০/-

পেশা খাতে আয় =	২৮,০০,০০০/-
মোট আয় =	৩১,৫৮,৪০০/-

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ১,৬৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---		শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%	২৭,৫০০/-
(গ) পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%	৪৮,৭৫০/-
(ঘ) পরবর্তী ৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০%	৭৫,০০০/-
(ঙ) অবশিষ্ট ২০,১৮,৪০০ টাকা আয়ের উপর -------------	২৫%	৫,০৪,৬০০/-
প্রদেয় কর =		৬,৫৫,৮৫০/-

বাদ কর রেয়াতঃ

বিনিয়োগঃ

ভবিষ্য তহবিলে বার্ষিক চাঁদা (৫০০০ × ১২)	৬০,০০০/-
কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (৫০ × ১২)	৬০০/-
শেয়ারে বিনিয়োগ	১০,০০,০০০/-
গোষ্ঠি বীমা তহবিলে চাঁদা (৪০×১২)	৪৮০/-
	১০,৬১,০৮০/-

বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমাঃ

মোট আয়ের ২৫%

৭,৮৯,৬০০/-

অথবা ১০,০০,০০০/-

এর মধ্যে যেটি কম	**৭,৮৯,৬০০/-**	
প্রকৃত বিনিয়োগ ১০,৬১,০৮০/- টাকা অনুমোদনযোগ্য সীমার বেশী বিধায় ৭,৮৯,৬০০/- এর উপর ১০% হারে কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে		**৭৮,৯৬০/-**
	নীট প্রদেয় কর =	**৫,৭৬,৮৯০/-**

৬। **একজন ব্যবসায়ীর আয় এবং কর পরিগণনা**

জনাব কামাল, বয়স ৬৬ বছর, একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক। ৩০/০৬/২০১০ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের হিসাব বিবরণীতে তিনি এই তথ্য প্রদান করেনঃ

বিক্রয়	**১,২০,০০,০০০/- টাকা**
গ্রস মুনাফা	**১৮,০০,০০০/- টাকা**
লাভ-ক্ষতি হিসাবের বিভিন্ন খাতে খরচ দাবী	**১০,০০,০০০/- টাকা**
নীট মুনাফা	**৮,০০,০০০/- টাকা**

এ বছরে তিনি ৩০,০০০/- টাকা অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করেছেন এবং ১,২০,০০০/- টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

এ আয়ের জন্য করদাতার ২০১০-২০১১ কর বর্ষের মোট আয় ও প্রদেয় করদায় নীচের মত হবেঃ মোট আয় = ৮,০০,০০০/- টাকা।

<u>করদায় পরিগণনা</u> (৬৫ বছরের উর্ধ্বের পুরুষ করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ১,৮০,০০০/-)		
(ক) প্রথম ১,৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---		**শূন্য**
(খ) পরবর্তী ২,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	**১০%**	**২৭,৫০০/-**
(গ) পরবর্তী ৩,২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	**১৫%**	**৪৮,৭৫০/-**

(ঘ) পরবর্তী ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -- ২০% ৪,০০০/-

প্রদেয় কর = ৮০,২৫০/-

বাদ কর রেয়াতঃ

বিনিয়োগঃ

সঞ্চয়পত্র ক্রয় ১,২০,০০০/-

বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমাঃ

মোট আয়ের ২৫%

২,০০,০০০/-

অথবা

১০,০০,০০০/-

এর মধ্যে যেটি কম ২,০০,০০০/-

প্রকৃত বিনিয়োগ ১,২০,০০০/- টাকা ফলে এই বিনিয়োগের উপর ১০% হারে কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে ------------- ১২,০০০/-

নীট প্রদেয় কর = ৬৮,২৫০/-

বাদঃ অগ্রিম পরিশোধিত কর = ৩০,০০০/-

রিটার্নের সাথে পরিশোধযোগ্য কর = ৩৮,২৫০/-

৭। মৎস্য খামারীর আয়

জনাব কামাল তাঁর প্রায় দুই বিঘা আয়তনের পুকুরে মাছের চাষ করেন। ১লা জানুয়ারী ’০৯ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ’০৯ ইং তাং পর্যন্ত সময়ে উক্ত পুকুর হতে মোট ১০,০০,০০০/- টাকার মাছ বিক্রয় করা হয়। একই সময়ে মাছ চাষের জন্য জনাব কামালের ব্যয় নীচে দেয়া হলোঃ

মাছের খাবার বাবদ ব্যয়ঃ ১,০০,০০০/-

পুকুরের পাহারাদার দুইজনের বেতন-জনপ্রতি মাসিক ২,০০০/- টাকা হারে।

মাছের চাষ পরিচর্যায় নিয়োজিত দুইজন কর্মচারীর বেতন- জনপ্রতি মাসিক ৩,০০০/- টাকা হারে।

মাছ ধরার জন্য জেলেদের পারিশ্রমিক প্রদান- মোট = ২৫,০০০/- টাকা।

জনাব কামাল মাছ চাষের জন্য ব্যাংক থেকে ১০% সুদে ঋণ গ্রহণ করেন মোট ৫,০০,০০০/- টাকা।

২০০৯ সনের মাঝামাঝি সময়ে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। তিনি সরকারী বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন মোট ১,০০,০০০/- টাকা। তিনি তাঁর মাছ চাষের ব্যবসায়ের জন্য নিয়মিতভাবে খাতাপত্র সংরক্ষণ করেন। জনাব কামালের ২০১০-২০১১ কর বর্ষে মোট আয় ও করদায় হবে নীচের মতঃ

মাছ বিক্রয় থেকে প্রাপ্তি = ১০,০০,০০০/-

বাদ ব্যয়সমূহঃ

১।	**মাছের খাবারের জন্য**	**= ১,০০,০০০/-**
২।	**পাহারাদারের বেতন** (২ জন × ২০০ × ১২)	**= ৪৮,০০০/-**
৩।	**কর্মচারীর বেতন** (২ জন × ৩০০ × ১২)	**= ৭২,০০০/-**
৪।	**মাছ ধরার ব্যয়**	**= ২৫,০০০/-**
৫।	**ব্যাংক সুদ (৬ মাসের)**	**= ২৫,০০০/-**
	মোট খরচ	**= ২,৭০,০০০/-**
	নীট আয়	**= ৭,৩০,০০০/-**

করদাতা যেহেতু তার প্রদর্শিত আয়ের ১০% অর্থাৎ (৭,৩০,০০০×১০%) = ৭৩,০০০/- টাকার অধিক সরকারী বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করেছেন সেহেতু মাছ চাষ খাতে নিরুপিত আয়ের জন্য করদাতাকে কোন আয়কর পরিশোধ করতে হবে না। উল্লেখ্য জনাব কামালের মাছ চাষ খাতে আয় ১,৫০,০০০/- টাকার কম হলে বন্ড ক্রয়ের শর্ত প্রযোজ্য হতো না। কেবলমাত্র প্রদর্শিত আয় ১,৫০,০০০/- টাকার বেশী হলেই প্রদর্শিত আয়ের কমপক্ষে ১০% সরকারী বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করতে হবে।

=== ০ ===

পরিশিষ্ট

আইটি-১১ গ

পরিশিষ্ট 'ক'

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এর ৩৬নং অধ্যাদেশ) এর

অধীন আয়কর রিটার্ন ফরম

ব্যক্তি শ্রেণী ও অন্যান্য করদাতার জন্য
(কোম্পানী ব্যতীত)

করদাতার ছবি
(ছবির উপর সত্যায়ন করুন)

সম্মানিত করদাতা হোন
সময়মত রিটার্ন দিন
জরিমানা পরিহার করুন

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিন

স্বনির্ধারণী	সার্বজনীন স্বনির্ধারণী	সাধারণ

১। করদাতার নামঃ

....

২। জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (যদি থাকে)ঃ

....

৩। ইউটিআইএন (যদি থাকে)ঃ

			-				-				

৪। টিআইএনঃ

			-				-				

৫। (ক) সার্কেলঃ (খ) কর অঞ্চলঃ

৬। কর বৎসরঃ ৭। আবাসিক মর্যাদাঃ নিবাসী ☐ / অনিবাসী ☐

৮। মর্যাদাঃ ব্যক্তি ☐ ফার্ম ☐ ব্যক্তি সংঘ ☐ হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ☐

৯। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকারীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

১০। স্ত্রী/স্বামীর নাম (করদাতা হলে টিআইএন উল্ল্যেখ করুন)ঃ

১১। পিতার নামঃ

১২। মাতার নামঃ

১৩। জন্ম তারিখ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)ঃ

দিন		মাস		বৎসর			

১৪। ঠিকানাঃ (ক) বর্তমানঃ

(খ) স্থায়ীঃ

১৫। টেলিফোনঃ অফিস/ব্যবসা ....

আবাসিকঃ...

১৬। ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে)ঃ

....

করদাতার আয় বিবরণী

.... তারিখে সমাপ্ত আয় বৎসরের আয়ের বিবরণী

ক্রমিক নং	আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১।	বেতনাদি ঃ ধারা ২১ অনুযায়ী (তফসিল ১ অনুসারে)	
২।	নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ ঃ ধারা ২২ অনুযায়ী	
৩।	গৃহ সম্পত্তির আয় ঃ ধারা ২৪ অনুযায়ী (তফসিল ২ অনুসারে)	
৪।	কৃষি আয় ঃ ধারা ২৬ অনুযায়ী	
৫।	ব্যবসা বা পেশার আয় ঃ ধারা ২৮ অনুযায়ী	
৬।	ফার্মের আয়ের অংশ ঃ	
৭।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী / স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের আয় ঃ ধারা ৪৩(৪) অনুযায়ী	
৮।	মূলধনী লাভ ঃ ধারা ৩১ অনুযায়ী	
৯।	অন্যান্য উৎস হতে আয় ঃ ধারা ৩৩ অনুযায়ী	
১০।	মোট (ক্রমিক নং ১ হতে ৯)	
১১।	বিদেশ থেকে আয়ঃ	
১২।	মোট আয় (ক্রমিক নং ১০ এবং ১১)	
১৩।	মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর	
১৪।	কর রেয়াতঃ ধারা ৪৪(২)(বি) অনুযায়ী (তফসিল ৩ অনুসারে)	
১৫।	প্রদেয় কর (ক্রমিক নং ১৩ ও ১৪ এর পার্থক্য)	
১৬।	পরিশোধিত করঃ (ক) উৎস হতে কর্তিত/সংগৃহীত করঃ (প্রামাণ্য দলিলপত্র/বিবরণী সংযুক্ত করুন) টাকা .... (খ) ধারা ৬৪/৬৮ অনুযায়ী প্রদত্ত অগ্রিম কর (চালান সংযুক্ত করুন) টাকা .... (গ) এই রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪) অনুযায়ী (চালান/পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট/চেক সংযুক্ত করুন) টাকা .... (ঘ) প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয় (যদি থাকে) টাকা .... মোট [(ক), (খ), (গ) ও (ঘ)]	টাকা ....
১৭।	ক্রমিক নং ১৫ ও ১৬ নং এর পার্থক্য (যদি থাকে)	টাকা ....
১৮।	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ও করমুক্ত আয়ের পরিমাণ	টাকা ....
১৯।	পুর্ববর্তী কর বৎসরে প্রদত্ত আয়কর	টাকা ....

* বিস্তারিত বিবরণাদির জন্য বা প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন ।

প্রতিপাদন

আমি .... পিতা/স্বামী .... ইউটিআইএন/টিআইএনঃ .... সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, এ রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

স্থানঃ ....

স্বাক্ষর

তারিখঃ .... (স্পষ্টাক্ষরে নাম)

পদবী ও

সীল মোহর (ব্যক্তি না হলে)

আয়ের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত তফসিল

করদাতার নামঃ ....

টিআইএনঃ

			-				-				

তফসিল-১ (বেতনাদি)

বেতন ও ভাতাদি	আয়ের পরিমাণ (টাকা)	অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ (টাকা)	নীট করযোগ্য আয় (টাকা)
মুল বেতন			
বিশেষ বেতন			
মহার্ঘ ভাতা			
যাতায়াত ভাতা			
বাড়ি ভাড়া ভাতা			
চিকিৎসা ভাতা			
পরিচারক ভাতা			
ছুটি ভাতা			
সম্মানী/পুরস্কার/ফি			
ওভার টাইম ভাতা			
বোনাস/এক্স-গ্রেসিয়া			
অন্যান্য ভাতা			
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা			
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ			
যানবাহন সুবিধার জন্য বিবেচিত আয়			
বিনামূল্যে সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থানের জন্য বিবেচিত আয়			
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)			
বেতন হতে নীট করযোগ্য আয়			

তফসিল-২ (গৃহ সম্পত্তির আয়)

গৃহ সম্পত্তির অবস্থান ও বর্ণনা	বিবরণ	টাকা	টাকা
	১। ভাড়া বাবদ বার্ষিক আয়		
	২। দাবীকৃত ব্যয়সমূহ ঃ		
	মেরামত, আদায়, ইত্যাদি		
	পৌর কর অথবা স্থানীয় কর		
	ভূমি রাজস্ব		
	ঋণের উপর সুদ/বন্ধকী/মূলধনী চার্জ		
	বীমা কিস্তি		
	গৃহ সম্পত্তি খালি থাকার কারণে দাবিকৃত রেয়াত		
	অন্যান্য, যদি থাকে		

	মোট =	
	৩। নীট আয় (ক্রমিক নং ১ হতে ২ এর বিয়োগফল)	

তফসিল-৩ (বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত)

আযকর অধ্যাদেশের তফসিল-৬ এর বি অংশের সাথে পঠিতব্য ধারা ৪৪(২)(বি)

১। জীবন বীমার প্রদত্ত কিস্তি	টাকা	....
২। ভবিষ্যতে প্রাপ্য বার্ষিক ভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চাঁদা	টাকা	....
৩। ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	টাকা	....
৪। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে স্বীয় ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা	টাকা	....
৫। অনুমোদিত বয়সজনিত তহবিলে প্রদ্ত্ত চাঁদা	টাকা	....
৬। অনুমোদিত ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার স্টক, স্টক বা শেয়ার এ বিনিয়োগ	টাকা	....
৭। ডিপোজিট পেনশন স্কীমে প্রদত্ত চাঁদা	টাকা	....
৮। কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা এবং গোষ্ঠী বীমা স্কীমের অধীন প্রদত্ত কিস্তি	টাকা	....
৯। যাকাত তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	টাকা	....
১০। অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)	টাকা	....
মোট =	টাকা	....

* AbMn K‡i wewb‡qvMmg‡ni cZ¨qbcÎ/cgvYcÎ msh ³ করুণ |

আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত দলিলপত্রাদির তালিকা

১।	৬।
২।	৭।
৩।	৮।

৪।	৯।
৫।	১০।

Am¤ú·Y wiUvY MÖnY‡hvM¨ n‡e bv|

পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (.......................... তারিখে)

করদাতার নামঃ .... টিআইএনঃ

			-				-				

১। (ক) ব্যবসার পুঁজি (মূলধনের জের) টাকা ....

(খ) পরিচালক হিসাবে লিমিটেড কোম্পানীতে শেয়ার বিনিয়োগ (ক্রয়মূল্য) টাকা ....

কোম্পানীর নাম শেয়ারের সংখ্যা

২। অ-কৃষি সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য) ঃ টাকা ....

জমি/গৃহ সম্পত্তি (সম্পত্তির বিবরণ ও অবস্থান)

৩। কৃষি সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য) ঃ টাকা ....

জমি (মোট জমির পরিমাণ ও জমির অবস্থান)

৪। বিনিয়োগঃ

(ক) শেয়ার/ডিবেঞ্চার টাকা ....

(খ) সঞ্চয়পত্র/ইউনিট সার্টিফিকেট/বন্ড টাকা ....

(গ) প্রাইজ বন্ড/সঞ্চয় স্কীম টাকা ....

(ঘ) ঋণ প্রদান টাকা ....

(ঙ) অন্যান্য বিনিয়োগ টাকা ....

মোট = টাকা ....

৫। মোটর যান (ক্রয়মূল্য) টাকা ....

মোটর যানের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর

৬। অলংকারাদি (পরিমাণ ও ক্রয়মূল্য) টাকা ....

৭। আসবাবপত্র (ক্রয়মূল্য) টাকা ....

৮। ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী (ক্রয়মূল্য) টাকা ....

৯। ব্যবসা বহির্ভূত অর্থ সম্পদ

(ক)	নগদ	টাকা ....
(খ)	ব্যাংকে গচ্ছিত	টাকা ....
(গ)	অন্যান্য	টাকা ....

মোট = টাকা ....

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের টাকা
....

১০। অন্যান্য পরিসম্পদ টাকা
....
(বিবরণ দিন)

মোট পরিসম্পদ = টাকা
....

১১। বাদঃ দায়সমূহ

(ক) সম্পদ অথবা জমি বন্ধক টাকা ....
(খ) জামানত বিহীন ঋণদায় টাকা ....
(গ) ব্যাংক ঋণ টাকা ....
(ঘ) অন্যান্য টাকা ....

মোট দায় = টাকা
....

১২। এই আয় বৎসরের শেষ তারিখের নীট সম্পদ (মোট পরিসম্পদ হতে মোট দায়ের বিয়োগফল) টাকা ....

১৩। বিগত আয় বৎসরের শেষ তারিখেরনীট সম্পদ
টাকা ....

১৪। সম্পদের পরিবৃদ্ধি (ক্রমিক ১২ হতে ১৩ এর বিয়োগফল) টাকা
....

১৫। (ক) পারিবারিক ব্যয় ঃ [ফরম নং আইটি-১০বিবি অনুযায়ী মোট খরচ]
টাকা ....

(খ) পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যাঃ

পূর্ণ বয়স্ক	শিশু

১৬। সম্পদের মোট পরিবৃদ্ধি (ক্রমিক ১৪ এবং ১৫ এর যোগফল)
টাকা ....

১৭। অর্জিত তহবিলসমূহঃ -

(১) প্রদর্শিত রিটার্ন আয় টাকা ....
(২) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ও করমুক্ত আয় টাকা ....
(৩) অন্যান্য প্রাপ্তি টাকা ....

মোট অর্জিত তহবিল = টাকা
....

১৮। পার্থক্য (ক্রমিক ১৬ হতে ১৭ এর বিয়োগফল) = টাকা ....

আমি বিশ্বস্ততার সাথে ঘোষণা করছি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আইটি-১০বি তে প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ।

করদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তারিখঃ ....

- *Ki`vZvi wb‡Ri, Zvi ¯Îx/¯vgxi (wiUvb© `vwLjKvix bv n‡j),bvevjK I wbf©ikxj m¤úv`‡bi cwim¤c` I `vq Dcwi-D³ weeiYx‡Z c`©kb Ki‡Z n‡e|*
- *c‡qvR‡b c„_K KvMR e¨envi Ki‡b|*

dig bs AvBwU-

ফরম

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫(২)(ডি)(আই) এবং ধারা ৮০ অনুসারে
ব্যক্তি করদাতার জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী।

করদাতার নামঃ ....

টিআইএনঃ

			-				-				

ক্রমিক নম্বর	খরচের বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	ব্যক্তিগত ও ভরনপোষন খরচ	টাঃ	
২	উৎসে কর কর্তনসহ বিগত অর্থ বৎসরে পরিশোধিত আয়কর	টাঃ	
৩	আবাসন সংক্রান্ত খরচ	টাঃ	
৪	ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ	টাঃ	
৫	আবাসিক বিদ্যুৎ বিল	টাঃ	
৬	আবাসিক পানির বিল	টাঃ	
৭	আবাসিক গ্যাস বিল	টাঃ	
৮	আবাসিক টেলিফোন বিল	টাঃ	
৯	সন্তানদের লেখাপড়া খরচ	টাঃ	
১০	নিজ ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত খরচ	টাঃ	
১১	উৎসব ব্যয়সহ অন্যান্য বিশেষ ব্যয়, যদি থাকে	টাঃ	
	মোট খরচ	টাঃ	

আমি বিশ্বস্ততার সাথে ঘোষণা করছি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই আইটি-১০বিবি তে প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ।

করদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ ....

* প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন।

✂...
....

আয়কর রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

করদাতার নামঃ .... কর বৎসরঃ
....

ইউটিআই এন /টিআইএ নঃ				-				-					সার্কেলঃ .	কর অঞ্চলঃ .

রিটার্ন ফরম পূরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী

নির্দেশাবলীঃ

(১) এ আয়কর রিটার্ন ব্যক্তি করদাতা অথবা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭৫ ধারার অধীন নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হতে হবে।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযুক্ত করুনঃ

(ক) বেতন আয়ের ক্ষেত্রে বেতন বিবরণী , ব্যাংক সুদের ক্ষেত্রে ব্যংক বিবরণী, সঞ্চয় পত্রের উপর সুদের ক্ষেত্রে সুদ প্রদানকারী ব্যাংকের সনদ পত্র, গৃহ সম্পত্তির আয়ের ক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তিপত্র, পৌর কর ও খাজনা প্রদানের রশিদ, গৃহ ঋণের উপর সুদ থাকিলে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র/বিবরণী, বীমা কিস্তি প্রদত্ত থাকিলে কিস্তি প্রদানের রশিদ, পেশাগত আয় থাকিলে আয়কর বিধি-৮ মোতাবেক আয়ের সপক্ষে বিবরণী, অংশিদারী ফার্মের আয়ের অংশ থাকিলে অংশিদারী ফার্মের কর নির্ধারণ আদেশের কপি/আয়-ব্যয়ের হিসাব ও স্থিতিপত্র, মূলধনী মুনাফা থাকিলে প্রমাণাদি, ডিভিডেন্ট আয় থাকিলে ডিভিডেন্ট প্রপ্তির সনদপত্র, অন্যান্য উৎসের আয় থাকিলে উহার বিবরণী এবং সঞ্চয়পত্র, এল.আই.পি, ডিপিএস, যাকাত, স্টক/শেয়ার ক্রয়, ইত্যাদিতে বিনিয়োগ থাকিলে প্রমাণাদি;

(খ) ব্যবসার আয় থাকিলে আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, উৎপাদনের হিসাব, বাণিজ্যিক হিসাব, লাভ ও ক্ষতি হিসাব এবং স্থিতিপত্র;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর তৃতীয় তফশীল অনুযায়ী অবচয় দাবী সম্বলিত অবচয় বিবরণী;

(ঘ) আয়কর আইন অনুযায়ী আয় পরিগণনা।

(৩) পৃথক বিবরণী সংযুক্ত করুনঃ

(ক) করদাতার স্ত্রী বা স্বামী (করদাতা না হলে), নাবালক সন্তান ও নির্ভরশীলের নামে কোন আয় থাকলে;

(খ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ও করমুক্ত আয় থাকলে।

(৪) স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর বিধি-৩৮ এর শর্তাবলী পরিপালন করতে হবে।

(৫) দাখিলকৃত দলিলপত্রাদি করদাতা অথবা করদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

(৬) প্রতি ৫ বৎসর অন্তর করদাতার ছবি রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

(৭) র্নিমোক্ত তথ্য প্রদান করুনঃ

(ক) করদাতা ফার্ম হলে অংশীদারগণের টি,আই,এন সহ নাম ও ঠিকানা;

(খ) করদাতা অংশীদার হলে টি,আই,এন সহ ফার্মের নাম ও ঠিকানা;

(গ) করদাতা পরিচালক হলে কোম্পানী/কোম্পানীসমূহের টি,আই,এন সহ নাম ও ঠিকানা।

(৮) করদাতার নিজের, স্বামী/স্ত্রী (যদি তিনি করদাতা না হন), নাবালক সন্তান এবং নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় বিবরণী আইটি-১০বি অনুসারে প্রদর্শন করতে হবে।

(৯) করদাতা বা তাঁর আইনানুগ প্রতিনিধির স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে আইটি-১০বি ও আইটি-১০বিবি-তে স্বাক্ষর প্রদানও বাধ্যতামূলক।

(১০) স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

✂...

রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ঃ টাকা .... পরিশোধিত করঃ টাকা ....

করদাতার নীট সম্পদঃ টাকা ....

আয় বিবরণী গ্রহণের তারিখঃ .... রিটার্ন রেজিস্টারের ক্রমিক নং ....

আয় বিবরণীর প্রকৃতিঃ	স্বনির্ধারণী	সার্বজনীন স্বনির্ধারণী	সাধারণ

গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও

সীল

FORM OF RETURN OF INCOME UNDER THE INCOME TAX **ORDINANCE, 1984 (XXXVI OF 1984)**

IT-11GA

FOR INDIVIDUAL AND OTHER TAXPAYERS (OTHER THAN COMPANY)

Be a Respectable Taxpayers
Submit return in due time
Avoid penalty

Photograph of the Assessee (to be attested on the photograph)

Put the tick (√) mark wherever applicable

Self	Universal Self	Normal

1. Name of the Assessee: ....

2. National ID No (if any): ....

3. UTIN (if any): ☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐

4. TIN: ☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐

5. (a) Circle: .... (b) Taxes Zone: ....

6. Assessment Year: .... 7. Residential Status: Resident ☐/Non-resident ☐

8. Status: Individual ☐ Firm ☐ Association of Persons ☐ Hindu Undivided Family ☐

9. Name of the employer/business (where applicable): ....

10. Wife/Husband's Name (if assessee, please mention TIN): ....

11. Father's Name: ....

12. Mother's Name: ....

13. Date of Birth (in case of individual) ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
Day Month Year

14. Address (a) Present: ....
....

(b) Permanent: ....
....
....

15. Telephone: Office/Business .... Resident: ....

16. VAT Registration Number (if any): ....…………....................

Statement of income of the Assessee

Statement of income during the income year ended on ....

Serial no.	Heads of Income	Amount in Taka
1	Salaries : u/s 21 (as per schedule 1)	
2	Interest on Securities : u/s 22	
3	Income from house property : u/s 24 (as per schedule 2)	
4	Agricultural income : u/s 26	
5	Income from business or profession : u/s 28	
6	Share of profit in a firm :	
7	Income of the spouse or minor child as applicable : u/s 43(4)	
8	Capital Gains : u/s 31	
9	Income from other source : u/s 33	
10	Total (serial no. 1 to 9)	
11	Foreign Income:	
12	Total income (serial no. 10 and 11)	
13	Tax leviable on total income	
14	Tax rebate: u/s 44(2)(b)(as per schedule 3)	
15	Tax payable (difference between serial no. 13 and 14)	
16	Tax Payments: (a) Tax deducted/collected at source (Please attach supporting documents/statement) Tk .... (b) Advance tax u/s 64/68 (Please attach challan) Tk .... (c) Tax paid on the basis of this return (u/s 74) (Please attach challan/pay order/bank draft/cheque) Tk .... (d) Adjustment of Tax Refund (if any) Tk .... Total of (a), (b), (c) and (d)	Tk. ....
17	Difference between serial no. 15 and 16 (if any)	
18	Tax exempted and Tax free income	Tk. ....
19	Income tax paid in the last assessment year	Tk. ....

**If needed, please use separate sheet.*

Verification

I .... father/husband .... UTIN/TIN: .... solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this return and statements and documents annexed herewith is correct and complete.

Place: ....

Date : ....

Signature

(Name in block letters)

Designation and Seal (for other than individual)

SCHEDULES SHOWING DETAILS OF INCOME

Name of the Assessee: ....…….. **TIN** | | | | - | | | | - | | | | | |

Schedule-1 (Salaries)

Pay & Allowance	Amount of Income (Tk.)	Amount of exempted income (Tk.)	Net taxable income (Tk.)
Basic pay			
Special pay			
Dearness allowance			
Conveyance allowance			
House rent allowance			
Medical allowance			
Servant allowance			
Leave allowance			
Honorarium / Reward/ Fee			
Overtime allowance			
Bonus / Ex-gratia			
Other allowances			
Employer's contribution to Recognized Provident Fund			
Interest accrued on Recognized Provident Fund			
Deemed income for transport facility			
Deemed income for free furnished/ unfurnished accommodation			
Other, if any (give detail)			
Net taxable income from salary			

Schedule-2 (House Property income)

Location and description of property	Particulars	Tk.	Tk.
	1. Annual rental income		
	2. Claimed Expenses :		
	Repair, Collection, etc.		
	Municipal or Local Tax		
	Land Revenue		
	Interest on Loan/Mortgage/Capital Charge		
	Insurance Premium		
	Vacancy Allowance		
	Other, if any		
	Total =		
	3. Net income (difference between item 1 and 2)		

Schedule-3 (Investment tax credit)

(Section 44(2)(b) read with part 'B' of Sixth Schedule)

1. Life insurance premium	Tk ....
2. Contribution to deferred annuity	Tk ....
3. Contribution to Provident Fund to which Provident Fund Act, 1925 applies	Tk ....
4. Self contribution and employer's contribution to Recognized Provident Fund	Tk ....
5. Contribution to Super Annuation Fund	Tk ....
6. Investment in approved debenture or debenture stock, Stock or Shares	Tk ....
7. Contribution to deposit pension scheme	Tk ....
8. Contribution to Benevolent Fund and Group Insurance premium	Tk ....
9. Contribution to Zakat Fund	Tk ....
10. Others, if any (give details)	Tk ....
Total	Tk ....

Please attach certificates/documents of investment.

List of documents furnished

1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

Incomplete return is not acceptable

IT-10B

Statement of assets and liabilities (as on ---------)

Name of the Assessee: ....……….. TIN | | | | - | | | | - | | | | |

1. (a) **Business Capital** (Closing balance) Tk. ……..
   (b) **Directors Shareholdings in Limited Companies (at cost)** Tk. ....
   Name of Companies Number of shares

2. Non-Agricultural Property (at cost with legal expenses) : Tk. ....
Land/House property (Description and location of property)

3. **Agricultural Property (at cost with legal expenses) :** Tk..........
Land (Total land and location of land property)

4. **Investments:**
   (a) Shares/Debentures Tk. ....
   (b) Saving Certificate/Unit Certificate/Bond Tk. ....
   (c) Prize bond/Savings Scheme Tk. ....
   (d) Loans given Tk. ....
   (e) Other Investment Tk. ....
   Total = Tk...........

5. **Motor Vehicles (at cost) :** Tk...........
Type of motor vehicle and Registration number

6. **Jewellery (quantity and cost) :** Tk...........

7. **Furniture (at cost) :** Tk...........

8. **Electronic Equipment (at cost) :** Tk..........

9. **Cash Asset Outside Business:**
   (a) Cash in hand Tk. ....
   (b) Cash at bank Tk. ....
   (c) Other deposits Tk. ....
   Total = Tk...........

B/F = Tk..........

10. Any other assets Tk. ....
(With details)

Total Assets Tk. ....

11. Less Liabilities:

(a) Mortgages secured on property or land Tk. ....
(b) Unsecured loans Tk. ....
(c) Bank loan Tk. ....
(d) Others Tk. ....

Total Liabilities Tk..........

12. Net wealth as on last date of this income year
(Difference between total assets and total liabilities) Tk..........

13. Net wealth as on last date of previous income year Tk..........

14. Accretion in wealth (Difference between serial no. 12 and 13) Tk..........

15. (a) Family Expenditure: (Total expenditure as per Form IT 10 BB) Tk. ....
(b) Number of dependant children of the family:

Adult	Child

16. Total Accretion of wealth (Total of serial 14 and 15) Tk..........

17. Sources of Fund :

(i) Shown Return Income Tk. ....
(ii) Tax exempted/Tax free Income Tk. ....
(iii) Other receipts Tk. ....

Total source of Fund = Tk..........

18. Difference (Between serial 16 and 17) Tk..........

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in the IT-10B is correct and complete.

Name & signature of the Assessee
Date ....

* ***Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and dependant(s) to be shown in the above statements.***
* ***If needed, please use separate sheet.***

FORM

Form No. IT-10BB

Statement under section 75(2)(d)(i) and section 80 of the Income tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) regarding particulars of life style

Name of the Assessee: .... **TIN** | | | | - | | | | - | | | | |

Serial No.	Particulars ofExpenditure	Amount of Tk.	Comments
1	Personal and fooding expenses	Tk.	
2	Tax paid including deduction at source of the last financial year	Tk.	
3	Accommodation expenses	Tk.	
4	Transport expenses	Tk.	
5	Electricity Bill for residence	Tk.	
6	Wasa Bill for residence	Tk.	
7	Gas Bill for residence	Tk.	
8	Telephone Bill for residence	Tk.	
9	Education expenses for children	Tk.	
10	Personal expenses for Foreign travel	Tk.	
11	Festival and other special expenses, if any	Tk.	
	Total Expenditure	Tk.	

I solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in the IT-10BB is correct and complete.

Name and signature
of the Assessee
Date ......………..........

If needed, please use separate sheet.

✂ ....

Acknowledgement Receipt of Income Statement

Name of the Assessee: ....…............. Assessment Year: ....…………......

UTIN/TIN: | | | | - | | | | - | | | | | Circle: ……... Taxes Zone ……..

Instructions to fill up the Return Form

Instructions:

(1) This return of income shall be signed and verified by the individual assessee or person as prescribed u/s 75 of the Income Tax Ordinance, 1984.

(2) Enclose where applicable:

(a) Salary statement for salary income; Bank statement for interest; Certificate for interest on savings instruments; Rent agreement, receipts of municipal tax and land revenue, statement of house property loan interest, insurance premium for house property income; Statement of professional income as per IT Rule-8; Copy of assessment/ income statement and balance sheet for partnership income; Documents of capital gain; Dividend warrant for dividend income; Statement of other income; Documents in support of investments in savings certificates, LIP, DPS, Zakat, stock/share etc.

(b) Statement of income and expenditure; Manufacturing A/C, Trading and Profit & Loss A/C and Balance sheet;

(c) Depreciation chart claiming depreciation as per THIRD SCHEDULE of the Income Tax Ordinance, 1984;

(d) Computation of income according to Income tax Law;

(3) Enclose separate statement for:

(a) Any income of the spouse of the assessee (if she/he is not an assessee), minor children and dependant;

(b) Tax exempted / tax free income.

(4) Fulfillment of the conditions laid down in rule-38 is mandatory for submission of a return under "Self Assessment".

(5) Documents furnished to support the declaration should be signed by the assessee or his/her authorized representative.

(6) The assesse shall submit his/her photograph with return after every five year.

(7) Furnish the following information:

(a) Name, address and TIN of the partners if the assessee is a firm;

(b) Name of firm, address and TIN if the assessee is a partner;

(c) Name of the company, address and TIN if the assessee is a director.

(8) Assets and liabilities of self, spouse (if she/he is not an assessee), minor children and dependant(s) to be shown in the IT-10B.

(9) Signature is mandatory for all the assessee or his/her authorized representative. For individual, signature is also mandatory in I.T-10B and I.T-10BB.

(10) If needed, please use separate sheet.

✂ ....

Total income shown in Return: Tk .... Tax paid: Tk ....

Net Wealth of Assessee : Tk ....

Date of receipt of return: .... Serial No. in return register ....

Nature of Return : | Self | | Universal Self | | Normal |

Signature of Receiving

officer with seal]

<u>পরিশিষ্ট ‘খ’</u>

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এর ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এর
অধীন আয়কর রিটার্ন ফরম
(৮২ডি ধারায় নিরূপনযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে)

আইটি-

১। করদাতার নাম:---

২। বর্তমান ঠিকানা:---

৩। পিতা/স্বামীর নাম: ---------------------------- ৪। মাতার নাম: ---------------------------------------

৫। জন্ম তারিখ: ------------ ৬। মোবাইল/টেলিফোন: ----------- ৭। ই-মেইল (যদি থাকে):------------------

৮। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :--------------------------- ৯। ব্যবসা/পেশার প্রকৃতি: ----------------------------

১০। টিআইএন/ইউটিআইএন:				-				-				

১১। (ক) সার্কেল--------------------------------- (খ) কর অঞ্চল: ---

১২। কর বৎসর -------------------------- ১৩। মর্যাদা: ব্যক্তি/ফার্ম/ব্যক্তি সংঘ (টিক চিহ্ন দিন)

১৪। মোট আয়:	টা:
১৫। নীট প্রদেয় কর:	টা:
১৬। রিটার্ন অনুযায়ী পরিশোধিত আয়কর:	(ক) পরিমাণ (অংকে): ________________ (খ) পে-অর্ডার/চালান নং:________________ (গ) তারিখ:

<u>প্রতিপাদন</u>

আমি--, পিতা/স্বামী --------------------------------

ইউটিআইএন/টিআইএন:------------------ সজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি যে, এই রিটার্নে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

স্থান:-------------------------
তারিখ:------------------------
করদাতার স্বাক্ষর

বিশেষ দ্রষ্টব্য: রিটার্ন পূরণ করিবার জন্য অপর পৃষ্ঠার নির্দেশিকার সাহায্য নিন।

ব্যক্তি করদাতাদের আয় পরিগণনার সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা
(প্রয়োজনে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ দেখুন)

ক্র: নং	আয়ের খাত ও বিবরণ	পরিমাণ টা:
১।	ব্যবসা/পেশার আয়:	
	(ক) মোট বিক্রয়/প্রাপ্তি/কমিশন (ধারা ২৮):	
	(খ) উৎপাদন/বাণিজ্যিক/লাভ-ক্ষতি হিসাবে ব্যবসায় বা পেশার প্রকৃত খরচ (ধারা-২৯) এর সমষ্টি:	
	(গ) নীট মুনাফা/আয় [(ক) - (খ)]:	
২।	আয়কর হার ব্যবসার ক্ষেত্রেঃ ক্রমিক মুলধনের সীমা প্রদেয় আয়কর (ক) ৮,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত --------------------------- ২,০০০/- টাকা (খ) ৮,০০,০০০/- টাকা থেকে ১০,০০,০০০/- পর্যন্ত ------- ৪,০০০/- টাকা পেশার ক্ষেত্রেঃ ক্রমিক পেশার মেয়াদ প্রদেয় আয়কর (ক) ৫ বছর পর্যন্ত -------------------------------------- ২,০০০/- টাকা (খ) ৫ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত ------------------------ ৪,০০০/- টাকা নীট মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিশ্রেণীর জন্য নির্ধারিত আয়কর হার প্রযোজ্য হইবে।	
৩।	নীট প্রদেয় কর:	

✂
....
....

প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

রিটার্ন রেজিষ্টারের ক্রমিক: .... রিটার্ন দাখিলের তারিখ: ....

জনাব/বেগম .... টিআইএন .... এর

নিকট হইতে .... কর বৎসরের আয়কর রিটার্ন গ্রহণ করা হইল। রিটার্নে প্রদর্শিত আয় .... টাকা এবং পরিশোধিত কর .... টাকা।

সীল

....
...
উপ কর কমিশনার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
কর সার্কেল...............কর অঞ্চল...............

পরিশিষ্ট ‘গ’

Application form for Taxpayer’s Identification Number

Instructions:

(1) Use capital letters. Write one letter in each box. Keep an empty box in between two words. Avoid abbreviation as much as possible.

(2) NBR will verify the information furnished below with existing database.

Passport size Photograph of the assessee

(To be filled in by the assessee)

1. Name of the assessee:

2. (a) Father's Name (In case of individual) :

(b) Mother's Name (In case of individual) :

(c) Date of birth (In case of individual) :

Day Month Year

(d) Name of the Husband (Wherever applicable, In case of individual):

3. Name and TIN of the-

(a) Business (in case of sole proprietorship)

(b) Partners (in case of a firm)

(c) Directors (in case of a company)

(Wherever applicable, if needed separate sheet may be attached)

Sl	Name	TIN
a		
b		
c		
d		
e		
f		
g		

4. Incorporation No./Registration No. (Wherever applicable):

5. Incorporation/Registration Date (Wherever applicable):

Day Month Year

6. (a) Current address:

District: Post Code

(b) Telephone Number: **Fax Number:**

E-mail:

(c) Permanent address:

District: Post Code

(d). Other address (Business/Factory/Professional):

District: Post Code

7. VAT Registration No. (Wherever applicable):

(a) **(b)**

(c) **(d)**

(e)

8. **Information regarding payment of tax:**

Challan or pay order number Date

Name of the Bank

Name of the Branch

9. **National ID Number (if any)**

I hereby affirm that all information given above is correct & complete and I have not taken any TIN from any other taxes circle.

____

Signature of the assessee

....

(To be filled in by the concerned circle)

1. Assessment location:

Zone:

Circle:

2. Status:

☐ Individual ☐ Company ☐ Firm

☐ Association of persons ☐ Hindu undivided family ☐ Local Authority

Deputy Commissioner's Comment:

☐ Acceptable ☐ Not acceptable

TIN | | | | - | | | | - | | | |

____

Signature of the Deputy Commissioner of Taxes **SEAL**

পরিশিষ্ট 'ঘ'

সরকারী কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক এ্যাকাউন্ট কোড

আয়কর কর্তৃপক্ষ ও করদাতাদের সুবিধার্থে সরকারী কোষাগারে আয়কর জমার ক্ষেত্রে কর অঞ্চলভিত্তিক এ্যাকাউন্ট কোড নম্বর নিম্নে দেয়া হলোঃ

কর অঞ্চলের নাম	উপ-কর কমিশনার সদর দপ্তর (প্রশাসন) এর টেলিফোন নম্বর	আয়কর-কোম্পানীসমুহ	আয়কর-কোম্পানী ব্যতীত	অন্যান্য ফি সমুহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	০২-৮৩২১৩৯০	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	০২-৯৩৩১৯৬৮	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	০২-৯৩৩০৫৫২	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	০২-৯৩৩০৮৬৫	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	০২-৯৩৩৩১৪৫	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	০২-৮৩১৪০২৫	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	০২-৮৩২২০৪০	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	০২-৯৩৩২৩৫১	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	০৩১-৭২৩১১৬	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	০৩১-২৫১৫৫৭২	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	০৩১-৭২৮৩২৬	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-খুলনা	০৪১-৭৬১৯৮৩	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-	০৭২১-৭৭৫৭৯৭	১-১১৪১-০০৬০-	১-১১৪১-০০৬০-	১-১১৪১-০০৬০-

রাজশাহী		০১০১	০১১১	১৮৭৬
কর অঞ্চল-রংপুর	০৫২১-৬১৭৭৩	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-সিলেট	০৮২১-৭২৫৪৩২	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-বরিশাল	০৪৩১-৭২২০৪	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	০২-৯৩৩২০১০/১০৬	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	০২-৭১৭৪২২৫	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬

পরিশিষ্ট ‘ঙ’

ফোন/ফ্যাক্স

আয়কর কমিশনারেটসমূহ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	ফোন নম্বর	ফ্যাক্স নম্বর
১.	কর অঞ্চল-১, ঢাকা।	০২-৮৩৩৩৮৫৫	০২-৯৩৩৭৯৭১
২.	কর অঞ্চল-২, ঢাকা।	০২-৮৩১২৪১৬	০২-৯৩৩৪৫৯৮
৩.	কর অঞ্চল-৩, ঢাকা।	০২-৮৩১২৪০২	০২-৯৩৫৫৪২৮
৪.	কর অঞ্চল-৪, ঢাকা।	০২-৮৩৫৬৪৮২	০২৮৩৫৬৪৮২
৫.	কর অঞ্চল-৫, ঢাকা।	০২-৯৩৪৬৩৬৪	০২-৯৩৫৬৩৮০
৬.	কর অঞ্চল-৬, ঢাকা।	০২-৮৩১৬০৪৯	০২-৮৩২১২৩৭
৭.	কর অঞ্চল-৭, ঢাকা।	০২-৮৩৫০৬০৩	০২-৯৩৬২৭০৪
৮.	কর অঞ্চল-৮, ঢাকা।	০২-৯৩৪০০৭৫	০২-৯৩৫৩৫৩৯
৯.	বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকা।	০২-৮৩১২৪৭২	০২-৮৩১২৪৭২
১০.	কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল, ঢাকা।	০২-৭১৭৪২২৪	০২-৭১৭৪২২৪
১১.	কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।	০৩১-৭১৫১৯০	০৩১-৭১২১৪৯
১২.	কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম।	০৩১-৭১০৮৪০	০৩১-৭২৮৮৬৬
১৩.	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম।	০৩১-৭২৫৮৯৭	০৩১-২৫২১৫৭৯
১৪.	কর অঞ্চল, রাজশাহী ।	০৭২১-৮১২৩২০	০৭২১-৭৭৫৯৭৪
১৫.	কর অঞ্চল, খুলনা।	০৪১-৭৬০৬৬৯	০৪১-৭৬০৫৭৬
১৬.	কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা।	০২-৯৩৩৭৫৭৩	--
১৭.	কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা।	০২-৮৩৩৩১১৬	--
১৮.	কর আপীল অঞ্চল-৩, ঢাকা।	০২-৮৩৩১১১৬	--
১৯.	কর আপীল অঞ্চল, চট্টগ্রাম।	০৩১-৭১৪২১৭	--
২০.	কর আপীল অঞ্চল, খুলনা।	০৪১-৭৬০৩৪৯	--
২১.	কর অঞ্চল, রংপুর।	০৫২১-৬১৭৭২	০৫২১-৬১৭৮০
২২.	কর অঞ্চল, বরিশাল।	০৪৩১-৭২২০২	০৪৩১-৭২২০৩
২৩.	কর অঞ্চল, সিলেট।	০৮২১-৭১৬৪০৩	০৮২১-৭২৫৪৩২
২৪.	কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা।	০২-৮৩৫৯৪৪৪	০২-৮৩৫৯৬০০
২৫.	কর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা।	০২-৯৩৩৩৫২০	০২-৯৩৪৫৩৫৯